হজ করতে সাইকেলে ৩ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মদিনায়

সারে-জমিন

ভাঙড়ে আইএসএফ প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর

রূপসী বাংলা

হাওয়াহীন ভোটের অজানা মতিগতি ও মোদির ভাগ্য

সম্পাদকীয়

এক মোগল শাহজাদির হজযাত্রার গল্প

রবি-আসর

ফাইনালে হেরে কাঁদলেন রোনাল্ডো, চ্যাম্পিয়ন আল হিলাল

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২ জুন, ২০২৪
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
২৪ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 149 ■ Daily APONZONE ■ 2 June 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

বুথ ফেরত সমীক্ষায় মোদির তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার ইঙ্গিত

লোকসভা ভোট ২০২৪: বুথ ফেরত সমীক্ষা

সূত্র	এনডিএ	'ইন্ডিয়া'	অন্যান্য
দৈনিক ভাস্কর	২৮১-৩৫০	১৪৫-২০১	৩৩-৪৯
ইন্ডিয়া টিভি-সিএনএক্স	৩৭১-৪০১	১০৯-১৩৯	২৮-৩৮
ইন্ডিয়া নিউজ-ডি-ডাইনামিক্স	৩৭১	১২৫	৪৭
জান কি বাত	৩৬২-৩৯২	১৪১-১৬১	১০-২০
এনডিটিভি পোল অফ পোল	৩৬৬	১৪৪	৩৩

আপনজন ডেস্ক: সপ্তম দফার লোকসভা নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শনিবার সন্ধ্যায় এক্সিট পোল বা বুথফেরত সমীক্ষা প্রকাশ করল বিভিন্ন টিভি নিউজ চ্যানেল ও সমীক্ষক সংস্থা। সব বুথ ফেরত সমীক্ষায় ইঙ্গিত মিলেছে তৃতীয়বার সরকার গঠন করতে চলেছে মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। যদিও সব সময় বুথ ফেরত সমীক্ষা নির্ভুল হয় না। তবে, অধিকাংশ সময় বুথ ফেরত সমীক্ষা মিলে যায়। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি একাই পেয়েছিল ৩০৩ আসন, তাদের নেতৃত্বাধীন এনডিএ পেয়েছিল ৩৫৩। বিজেপি দাবি করে আসছিল তারা মোট ৫৪৩টি আসনের মধ্যে সরকার গড়ার ন্যূনতম ২৭২টি আসন তো পাবেই ও ৪০০ পার করবে। আর 'ইন্ডিয়া'-র দাবি বিজেপি ও এনডিএর আসন কমে যাবে। কিন্তু অধিকাংশ সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী, এনডিএ ৪০০ পার করতে না পারলেও তারা ৩৫০ পার করে দিচ্ছে। আর 'ইন্ডিয়া' জোটকে দিয়েছে ১০৯ থেকে ১৬১ আসন। প্রতিটি সমীক্ষা অনুযায়ী, বিজেপি শুধু হিন্দি-বলয়ে তার অবস্থান ধরেই রাখেনি, তারা দক্ষিণেও ডানা মেলছে। এবার সমীক্ষা অনুযায়ী, বিজেপি তামিলনাড়ুতে ১ থেকে ৩টি আসন পেতে পারে, কেরালায়ও পেতে পারে ২-৩টি আসন। কর্নাটকে গতবার বিজেপি একা জিতেছিল ২৫ আসন। এবার বুথফেরত জরিপে দেখা যাচ্ছে, বিজেপি একাই ২০-২২ আসন পেতে চলেছে। বিহারে 'ইন্ডিয়া' জোটের মধ্যে ঐক্য ছিল। আরজেডি, কংগ্রেস ও বামপন্থীরা একসঙ্গে লড়াই করেছে। কিন্তু অধিকাংশ সমীক্ষা অনুযায়ী, বিহারে ইন্ডিয়া জোট পাচ্ছে মাত্র ১০ থেকে ১৩টি আসন। বিজেপি পেতে পারে আটটি আসন। ছত্তিশগড়ের ১১টি আসনের সবই বিজেপির ঝুলিতে যেতে পারে। গতবার বিজেপি পেয়েছিল ৯টি। গুজরাট, রাজস্থান, দিল্লি, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখন্ডের সব আসন গতবার বিজেপি জিতেছিল। এবারেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। বেশরিভাগ সমীক্ষা বলছে পশ্চিমবঙ্গে এবার ২৩ থেকে ২৭ আসন জিততে পারে বিজেপি। শুধু টিভি-৯ বলছে বিজেপির আসন কমে যাবে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দৈনিক ভাস্কর শুধু বলেছে এনডিএ ২৮১-৩৫০ পাবে, আর ইন্ডিয়া জোট ১৪৫-২০১ পাবে। ইন্ডিয়া টিভি সিএনএক্স বলেছে এনডিএ ৩৭১-৮০১ ও ইন্ডিয়া জোট ১০৯-১৩৯ পাবে।

বিধানসভার মতো বাংলার বুথ ফেরত সমীক্ষা কি ব্যর্থ হবে?

জাইদুল হক

লোকসভা ভোট ২০২৪: বুথ ফেরত সমীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের ভোটের ফলাফল

মোটআসন ৪২

সূত্র	তৃণমূল	বিজেপি	বাম-কং
এবিপি-সি ভোটার	১৩-১৭	২৩-২৭	১-৩
নিউজ ২৪-টুডেজ চানক্য	১৭	২৪	১
রিপাবলিক বাংলা	২০	২২	০
টিভি-৯ বাংলা	২৪	১৭	১

আপনজন: ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের শেষ তথা সপ্তম দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল শনিবার। নির্বাচনী বিধি মেনে সন্ধ্যা সাড়ে ছটার পর থেকে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলগুলি তাদের বুথ ফেরত সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ করতে শুরু করে দেয়। দেশের শীর্ষ টিভি চ্যানেল গুলি ভোট সমীক্ষকদের সহায়তায় যেসব সমীক্ষা প্রকাশ করেছে তাতে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এই বুথ ফেরত সমীক্ষাগুলির মধ্যে একটি সংস্থা ছাড়া সবাই বলেছে বিজেপি তৃণমূলের থেকে বেশি আসন পাচ্ছে। এবিপি-সি ভোটারের বুথ সমীক্ষা বলছে বিজেপি পেতে পারে ২৩-২৭টি আসন। ভোট হতে পারে ৪২.৫ শতাংশ। তৃণমূলের ২২ থেকে কমে হতে পারে ১৩-১৭টি আসন। নিউজ ২৪ এবং চাণক্যের বুথফেরত সমীক্ষায় বাংলায় বিজেপি পেতে পারে ২৪টি আসন। তৃণমূল পেতে পারে ১৭টি আসন। রিপাবলিক বাংলা যে বুথ ফেরত সমীক্ষা প্রকাশ করেছে তাতে পশ্চিমবাংলায় তৃণমূলকে ২০টি আসন আর বিজেপিকে ২২টি আসন দিয়েছে। কংগ্রেস বা সিপিএমের ঝুলিতে কোনও আসন রাখেনি। শুধুমাত্র টিভি-৯ তাদের সমীক্ষায় বলেছে, তৃণমূল পাবে ২৪টি আসন, বিজেপি পাবে ১৭টি আসন, আর কংগ্রেস পাবে ১টি আসন। সিপিএম কোনও আসন পাবে না। অন্যদিকে, সারা দেশভিত্তিক বুথ ফেরত সমীক্ষায় যে চিত্র দেখা যাচ্ছে তাতে বিজেপি জোট ক্ষমতায় আসছে। আর সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপিকে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে। এই বুথ ফেরত সমীক্ষা প্রকাশ হওয়ার পর জনমনে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বুথ ফেরত সমীক্ষা নিয়ে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা যেমন, আইএএনএস, পিটিআই সেই সঙ্গে সর্বভারতীয় নিউজ পোর্টাল গুলো সংবাদ শিরোনামে, আনছে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ব্যাকফুটে আর বিজেপির বাজিমাত। পিছিয়ে নেই ইংরেজি থেকে শুরু করে বাংলা টিভি চ্যানেলগুলো। ব্যতিক্রম শুধু টিভি-৯ বাংলা নিউজ চ্যানেল, যারাই একমাত্র তাদের বুথ ফেরত সমীক্ষা পশ্চিমবাংলায় তৃণমূলকে বিজেপির থেকে এগিয়ে রেখেছে। এমনকী কংগ্রেসকেও একটি আসন দিয়েছে। সেক্ষেত্রে আসন বিন্যাস নিয়ে নানা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সর্বোপরি মানুষের মনে সন্দেহ দানা বাঁধছে, আদৌ কি এবারের এক্সিট পোল বা বুথ ফেরত সমীক্ষা মিলে যাবে?এ বিষয়ে অতীতের বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বুথ ফেরত সমীক্ষার প্রায় অধিকাংশ মিললেও ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ। এটা ঠিক বুথ ফেরত সমীক্ষা মানেই তা নির্ভুল নয়। এটা কিংদাংশ মানুষের মতদানের উপর নির্ভর করে তৈরি। এ বিষয়ে বিগত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কথা ধরা যেতে পারে। ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়েছিল ২৯ এপ্রিল। সেই দিন সন্ধ্যায় রাজ্য সহ সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেল ও সমীক্ষক সংস্থাগুলি তাদের বুথ ফেরত সমীক্ষা প্রকাশ করে। তাতে দেখা বিজেপি তৃণমূলের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। বাংলায় বিজেপি রাজ শুরু হতে চলেছে বলে জোর প্রচার শুরু হয়ে যায়। এই গুঞ্জনের পিছনে কারণ হল, বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল। ২০২১ সালে পশ্চিমবাংলার বিধানসভা নির্বাচনের বুথ ফেরত সমীক্ষার যে চিত্র সামনে এসেছিল তাতে দেখা যায়, সমীক্ষক সংস্থা টুডেস চাণক্য ১৬৯-১৯টি আসন দেয় তৃণমূলকে। বিজেপিকে ৯৭-১১৯টি আসন। আর কংগ্রেস-সিপিএম জোটকে দেয় ০-৪টি আসন। একইভাবে এবিপি-সি ভোটার সমীক্ষা বলেছিল তৃণমূল পাবে ১৫২-১৬৪টি আসন, বিজেপি পাবে ১৩৮-১৪৮টি আসন আর বাম-কংগ্রেস জোট পাবে ১১-২১টি আসন। প্রায় একই রকম সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে রিপাবলিক টিভি। বিজেপি ঘনিষ্ঠ রিপাবলিক টিভি বলেছিল ১২৮-১৩৮টি আসন পাবে তৃণমূল, বিজেপি পাবে ১৩৮-১৪৮টি আসন। এই সমীক্ষা রিপোর্ট দুটি শোরগোল ফেলে। কারণ, পশ্চিমবাংলায় সরকার গঠন করতে যেখানে ১৪৮টি আসনের প্রয়োজন সেখানে তার বিজেপিকে ১৪৮টি আসন দিয়ে তৃণমূল সরকারের অবসান ঘটতে চলেছে বলে ইঙ্গিত দেয়। এছাড়া টাইমস নাউ বলেছিল তৃণমূল পাবে ১৫৮টি আসন, বিজেপি পাবে ১১৫টি আসন আর বাম জোট পাবে ১৯টি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যায় টিভি চ্যানেল বা ভোট সমীক্ষক সংস্থাগুলি যে বুথ ফেরত সমীক্ষা প্রকাশ করেছিল তার সঙ্গে মেলেনি। বিজেপিকে ৭০টি আসনে থেমে যেতে হয়। আর তৃণমূল বুথ ফেরত সমীক্ষা রিপোর্টের চেয়ে অনেক বেশি আসন পায়। এবারের লোকসভা নির্বাচনের বুথ ফেরত সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ওইসব টিভি চ্যানেল ও সমীক্ষক সংস্থাগুলি। তাতে বিজেপিকে তৃণমূলের থেকে বেশি আসন বরাদ্দ করা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের সময় বুথ ফেরত সমীক্ষায় ব্যর্থ এবিপি-সি ভোটার এবারের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় বিজেপি ২৩-২৭টি আসন পেতে পারে বলেছে। রিপাবলিক টিভিও বলেছে বিজেপি পাবে ২২টি আসন আর তৃণমূল পাবে ২০টি আসন। ফলে, তাদের এবারের বুথ ফেরত সমীক্ষা যে নির্ভুল তা এখই বলা যাবে না। যদিও, তাদের সেই সমীক্ষা রিপোর্টকে সন্দেহের চোখে রাখার মূলে টিভি-৯ বাংলা। তাদের সমীক্ষায় তৃণমূলের আসন বৃদ্ধি করে ২৪, আর বিজেপর আসন কমিয়ে ১৭ দেখানোয় স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে এবারের বুথ ফেরত সমীক্ষা সত্যিই মিলবে তো? নাকি গত বিধানসভা নির্বাচনের মতো বুথ ফেরত সমীক্ষা রিপোর্ট মিলবে না।

২৯৫টির বেশি আসন জিতবে 'ইন্ডিয়া' জোট, দাবি খাড়গের

আপনজন ডেস্ক: সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে 'ইন্ডিয়া' জোট ২৯৫টির বেশি আসনে জিতবে বলে দাবি করেছেন কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। আজ শনিবার শেষ দফার ভোট গ্রহণ শেষে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন 'ইন্ডিয়া' জোটের নেতারা বৈঠকে বসেছিলেন। সেই বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন কংগ্রেস সভাপতি।
দিল্লিতে খাড়গের বাসভবনে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'ইন্ডিয়া জোট অন্তত ২৯৫ আসন পাবে। এর বেশিও হতে পারে; কিন্তু কম হবে না। আমরা সব নেতার সঙ্গে আলোচনা ও ভোট বিশ্লেষণ করে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। ইন্ডিয়া জোট এবার যে এত আসন পাচ্ছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এটা জনগণের জরিপ। মানুষ যেসব তথ্য দিয়েছেন, তার ভিত্তিতে এই জরিপ করা হয়েছে।' কংগ্রেস সভাপতি অভিযোগ করেন, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিজেপি নিজেদের মতো একটি গল্প তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে সত্যটা জনগণের কাছে তুলে ধরতে চায় ইন্ডিয়া জোট। মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'সরকারি সমীক্ষা হয়। তাদের (বিজেপি) কাছে সমক্ষি তৈরির নানা উপায় আছে। এ ছাড়া তা প্রচারের জন্য সংবাদমাধ্যমও আছে।'
বিজেপিবিরোধী জোট ইন্ডিয়া বুথফেরত সমীক্ষা-সংক্রান্ত বিতর্কে অংশ নেবে বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। যদিও শুক্রবার কংগ্রেস জানিয়েছিল, তাঁরা বুথফেরত সমীক্ষা বিতর্কে থাকবে না। কেননা সংবাদমাধ্যমগুলো বুথফেরত জরিপের নাম করে ফলাফল নিয়ে গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করছে। ইন্ডিয়া জোট ঐক্যবদ্ধ রয়েছে কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, তারা (ইন্ডিয়া জোট) ঐক্যবদ্ধ আছে। তাঁদের এই ঐক্যে যেন কেউ ফাটল ধরানোর চেষ্টা না করে। তিনি এ সময় বলেন, 'আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি এবং ঐক্যবদ্ধ থাকব। আমাদের মধ্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করবেন না।' আজ সাত রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৭ আসনে ভোট হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে লোকসভা নির্বাচনের ৫৪৩ আসনে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ভোট গ্রহণ পুরোপুরি শেষ হওয়ার পরে বুথফেরত সমীক্ষা ফলাফল আসতে শুরু করে। বেশির ভাগ সমীক্ষায় পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে, আবারও ক্ষমতায় আসছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট।

পশ্চিমবঙ্গে শেষ দফার ভোটে বিক্ষিপ্ত অশান্তি, ইভিএম নিক্ষেপ পুকুরে!

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: শেষ দফার ভোটের দিন সকাল থেকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির মধ্যে দিয়েই শেষ হল ভোট পর্ব। ছয় দফার তুলনায় রাজ্যের সপ্তম দফার ভোট ঘটনাবহুল। প্রার্থী এবং পার্টি কর্মীদের মারধর ও হেনস্থা, বুথ এজেন্টকে বসতে না দেওয়া, ভুয়ো ভোটার, ভোটারদের বাধা দেওয়া, ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টার মতো একাধিক অভিযোগকে ঘিরে বিক্ষিপ্ত ঝামেলার খবর সামনে আসলেও মোটের উপর ভোট শান্তিপূর্ণ। বাংলার নয়টি কেন্দ্রেই এদিন অশান্তির খবর সামনে এসেছে। আইএসঅফ ও তৃণমূলের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভাঙড়। বেলা গড়ানোর সঙ্গে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় বসিরহাট কেন্দ্রের সন্দেশখালিতে। এছাড়াও উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, দমদম, বারাসত, ডায়মন্ড হারবার, মথুরাপুর ও জয়নগর সকাল থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে অশান্তির খবর সামনে আসে।
শনিবার সপ্তম দফায় ৫৭ আসনে ভোটগ্রহণের মাধ্যমে শেষ হলো অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনব। রাজ্যের ৪২টির মধ্যে ন'টি লোকসভা আসন– বারাসত, দমদম, বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবার, যাদবপুর, কলকাতা দক্ষিণ এবং কলকাতা উত্তর রয়েছে এই তালিকায়। কমিশন সূত্রে খবর, বিকেল ৫টা পর্যন্ত দেশের সাত রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটদানের গড় হার ৫৮.৩৪ শতাংশ। সপ্তম দফায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত বাংলার ন'টি আসনে ভোটদানের হার ৬৯.৮৯ শতাংশ। বিকাল ৫টা পর্যন্ত দমদমে ভোট পড়েছে ৬৭.৬০ শতাংশ। এ ছাড়াও বারাসতে ৭১.৮০ শতাংশ, জয়নগরে ৭৩.৪৪ শতাংশ, মথুরাপুরে ৭৪.১৩ শতাংশ, ডায়মন্ড হারবারে ৭২.৮৭ শতাংশ, যাদবপুরে ৭০.৪১ শতাংশ, বসিরহাটে ৭৬.৫৬ শতাংশ, কলকাতা দক্ষিণে ৬০.৮৮ শতাংশ এবং কলকাতা উত্তরে ৫৯.২৩ শতাংশ ভোট পড়েছে। ভোটদানের হারে এগিয়ে বসিরহাটই।
সপ্তম দফায় মোট ১৭ হাজার ৪৭০ বুথে ভোট গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৭৪৮টি। মোট ৯৬৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল। শেষ দফার ভোটে কলকাতায় বাড়তি নজরদারি দেওয়া হয়। কলকাতার ৭২টি বহুতল থেকে নজরদারি চালায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ। এই দফার ৯ কেন্দ্রে ২৯৫৮টি কুইক রেস্পন্স টিম মোতায়েন করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বিক্ষিপ্ত অশান্তি এড়ানো গেল না।
ভোটপর্ব চলাকালীন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। বাঁশ-লাঠি, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মাথা ফাটে বিজেপি কর্মীর। এদিন রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় সন্দেশখালির বয়ারমারি ২ নম্বর

গ্রাম পঞ্চায়েতের চুঁচুড়া কাছারিপাড়ার ২৫ নম্বর বুথ এলাকা। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ বিজেপির। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, ৫০-৬০ জনের বাইক বাহিনী হামলা চালায়। ভাঙচুর করা হয় বিজেপি বুথ এজেন্টের বসার জায়গা। বাইকও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ মাইকে প্রচার করে।
যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোট শুরুর আগেই ভাঙড়ের সাতুলিয়া এলাকায় রাতভর চলে বোমাবাজি। উদ্ধার হয় তাজা বোমা।
আইএসএফ কর্মীদের ভয় দেখাতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বোমাবাজি করে বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি হয়। পাল্টা লাঠিচার্জ করে জমায়েত হঠায় পুলিশ। জয়নগর লোকসভার কুলতলির মেরিগঞ্জ ২ নম্বর অঞ্চলের বেণীমাধবপুর এফপি স্কুলে ভোটদানে বাধা দেওয়ায় সাতসকালেই ইভিএম ভিভি প্যাড ছুড়ে জলে ফেলে দেন গ্রামবাসীরা। বিজেপি প্রার্থী অশোক কাণ্ডারীর অভিযোগ, বিরোধী এজেন্টদের বসতে দিচ্ছিল না তৃণমূল। ভোটদানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হতেই ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা ইভিএম ভিভি প্যাড জলে পুকুরে ফেলে দেন।কলকাতার বরানগরের ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজে বরানগর উপনির্বাচনের সিপিএম প্রার্থী তন্ময় ভট্টাচার্যর সঙ্গে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শান্তনু মজুমদারের মারপিটের ঘটনাও সামনে এসেছে। সিপিএম প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ তোলেন তৃণমূল কাউন্সিলর। এই নিয়ে সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে তাঁর বচসা গড়ায় হাতাহাতিতে। বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের অশোকনগরে আইএসএফের হাতে এক তৃণমূলকর্মীর আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত অশোকনগর বিধানসভার শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চায়েতের নাদুরিয়া গ্রামের দু'নম্বর বুথের ঘটনা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোটচলাকালীন উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। অভিযোগ, তৃণমূলকর্মী হাবিবুল মোল্লাকে আইএসএফ সমর্থকরা মারধর করায় জখম হন। তবে বিক্ষিপ্ত অশান্তির মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ২৩৯ নম্বর বুথে দেখা যায় একেবারে অন্য ছবি। উৎসবের আমেজেই সেখানে চলছে ভোট। নতুন ভোটারদের হাতে সেখানে তুলে দেওয়া হল লাল গোলাপ।
তৃণমূলের ক্যাম্প থেকে নতুন ভোটারদের হাতে গোলাপ তুলে দেন দলীয় কর্মীরা বলে খবর। তৃণমূল ভবনে শনিবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা ও ব্রাত্য বসুরা বলেন, আশ্চর্যজনকভাবে এদিন বিরোধী প্রার্থীরাই নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বারেবারে অভিযোগ করেছেন। এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। সন্দেশখালি-সহ একাধিক জায়গায় প্ররোচনা ও গন্ডগোল পাকিয়ে ভোট বানচালের চেষ্টা করেছে তারা। কিন্তু রাজনীতি সচেতন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা রুখে দিয়েছেন। সাফ কথা দলের। আগামী ৪ তারিখ বাংলার আকাশে শুধুই সবুজ আবির উড়বে, বলেন ব্রাত্য বসু ও শশী পাঁজা।

অ্যাকাডেমিকের সাফল্যের ধারা অব্যাহত

WBCS - 2021 গ্রুপ A, B এবং C তে

চূড়ান্তভাবে সফল ৫৬ জন

Marufa Sultana
WBCS (Exe.),2021

"I am thankful to Academic Association for helping me in each step of my preparation, which starts with preliminary mock tests and ends with mock interview. WBCS related every book published by Academic Association is very useful. I specially mention that, the current affairs provided by this Institute are very concise and to the point which helps us to save our precious time."

II WBCS এর ফ্রি ডেমো ক্লাস II

রেজিস্টার করুন
www.academicassociation.com

WBCS : 2024-25 ব্যাচ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই।
অ্যাডমিশন চলছে। ক্লাস কলেজস্ট্রীটে।

রবিবার (৯ জুন) ফ্রি ডেমো ক্লাসের জন্য
যোগাযোগ করুন- 9038786000 / 9674478644

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন (033)79650408 9038786000
2, Surya Sen Street, College Square, Kolkata -700012 (near Umesh Chandra College)

প্রথম নজর

বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া জয়নগরে ভোট শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়নগর

আপনজন: শেষ দফায় মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হলো ভোট জয়নগরে।এদিন এই লোকসভার কুলতলির মেরীগঞ্জ ১,২, মৈপীঠ বৈকুণ্ঠপুর পঞ্চায়েত এলাকায় তৃনমূল ও বিজেপির মধ্যে বুথে বসা নিয়ে কিছু বিক্ষপ্ত ঘটনা ঘটে।মেরিগঞ্জে ২ তে বিজেপি ও তৃনমূল কংগ্রেসের মধ্যে মারপিটের ঘটনায় বেশ কয়েক জন আহত হন।হাসপাতালের ভর্তি করা হয়। ক্যানিং এর ইটখোলা পঞ্চায়েতে তৃনমূল ও বিজেপির মধ্যে মারপিটের ঘটনায় স্থানীয় এক সাংবাদিকের মাথায় চোট হয়।কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি আছে সে।এছাড়া জয়নগর বিধানসভা,গোসাবা,বাসন্তী ও মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা এলাকায় কিছু ইভিএম খারাপ হয়ে যায়। যার ফলে ভোট গ্রহন রাত ৮ টা পর্যন্ত চলে।এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভোট কর্মীরা প্রতিটা বুথ থেকে সুরক্ষিত ভাবে ইভিএম নিয়ে আসে ডি আরসিতে।আর এদিন শেষ রাতে ইভিএম গুলো কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ক্যানিং এর বংকিম সরদার কলেজের গণনা কেন্দ্রের দিকে যাবে।এবং সেখানকার স্টং রুমে থাকবে। আগামী মঙ্গলবার গণনা হবে।

বহু সকেট বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হরিহরপাড়া

আপনজন: ভোট মিটতেই তিলের জমি থেকে একাধিক সকেট বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য হরিহরপাড়ায়। শনিবার সকালে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার সলুয়া মহেশপুর মধ্যবর্তী মাঠে তিলের জমিতে তিল গাছ কাটার সময় শ্রমিকদের নজরে আসে একাধিক সকেট বোমা পড়ে রয়েছে তিলের জমিতে। যেকোনো সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো। অল্পের জন্য রক্ষা পেল শ্রমিকরা।
আতঙ্কে রয়েছে গোটা এলাকার মানুষ। আগামী চার তারিখে লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা, তাহলে কি ফল ঘোষণার পরেই এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যই মজুদ করে রেখেছিল তিলের জমিতে বোমা প্রশ্ন গ্রামবাসীদের। ঘটনার খবর দেয়া হয় হরিহরপাড়া থানার পুলিশকে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বোম স্কোয়াড কর্মীদের খবর দেওয়া হলে বোম স্কোয়াড কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে বোম গুলি নিষ্ক্রিয় করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কুলতলিতে ইভিএম জলে ফেলা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: শনিবার ভোট শুরুর ২০ মিনিটের মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে জয়নগর লোকসভার কুলতলি।এদিন কুলতলিতে জলে ফেলা হশ ইভিএম, ভিভিপ্যাট। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ পৌঁছলে তাদের গাড়ির সামনে গাছের গুড়ি ফেলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, ভোট দিতে বাধা দিয়েছে তৃণমূল কর্মীরা। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃনমূল।লোকসভা ভোটগ্রহণের শেষপর্বে ফিরল অশান্তির সেই পুরনো ছবি। ভোট শুরুর আগে থেকেই দফায়-দফায় উত্তেজনার ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায়। এর মধ্যে অন্যতম জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কুলতলির মেরিগঞ্জ ২ নম্বর অঞ্চলের ৪০ ও ৪১ নম্বর বুথের ঘটনা। এলাকা বাসীদের অভিযোগ, তাদের ভোট দিতে বাধা দেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদেই ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট পুকুরে ফেলে দেয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ এলে তাদের গাড়ির সামনে গাছের গুড়ি ফেলে বিক্ষোভ চলতে থাক
ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিজেপি প্রার্থী অশোক কান্ডারী। যান কমিশনের প্রতিনিধিরাও। তদন্ত শুরু করেছে তারা। কারা এই ঘটনা ঘটাল তা খতিয়ে দেখছে কমিশন। বিকল্প ইভিএম এনে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। এদিনের ঘটনা পঞ্চায়েত ভোটের ছবি মনে করাচ্ছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। সেই ভোটেও ব্যালটবাক্স জলে ফেলা হয়েছিল।

প্রাক্তন কাউন্সিলরের বাড়িতে বোমা হামলা

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: রাতের অন্ধকারে তৃণমূল নেতার বাড়িতে বোমা হামলা চালায় কয়েক জন দুষ্কৃতী এমনি ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।
ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ডোমকল পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাড়ুরপাড়া এলাকায়। ওই ওয়ার্ডের তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর ও তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক ইউনিয়নের ডোমকল টাউন সভাপতি নূরাবুল হকের বাড়িতে বোমা হামলা চালায়।
গভীর রাত্রে দুষ্কৃতীরা বোমা হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল নেতা। তিনি আরও জানান রাত দুটো নাগাদ জলঙ্গীর দিক থেকে বাইকে করে দুজন দুষ্কৃতি, বালতিতে করে তাজা সকেট বোমা নিয়ে আসে, তার পরেই বোমা হামলা চালায় আমার বাড়িতে ঘটনায় তার গাড়ি সহ একাধিক জিনিসের ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘটনায় বিকট আওয়াজ শুনতে পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। নুরাবুক হকের আরও দাবি সদ্য লোকসভা নির্বাচনে ৬নং ওয়ার্ডের বাম কংগ্রেস জোট কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি সেই কারণেই এই বোমা হামলার মাধ্যমে আতঙ্ক ছড়িয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে জোটের নেতারা।
শ্রমিক ইউনিয়নের টাউন সভাপতি নুরাবুক হক বলেন আমার কোনো সূত্রে নেই কারো সঙ্গে কোনো ঝামেলাও হয়নি ।এমন ঘটনা যে বা যারা ঘটিয়েছে তার সঠিক তদন্ত করে দোষীদের সাজা দেওয়ার কথা জানান।
ঘটনার খোজ খবর নিয়েছেন বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম বলেও তিনি জানান।
ইতি মধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডোমকল থানার পুলিশ।

রামপুরহাটে স্টেশন ম্যানেজারকে স্মারকলিপি হকার্স ইউনিয়নের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: সি আই টি ইউ হকার্স ইউনিয়ন এবং আই এন টি ইউ সি র যৌথ উদ্যোগে রামপুরহাট স্টেশন থেকে হকার্স উচ্ছেদের বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচি পালন করা হয় শনিবার। এদিন রামপুরহাট পাঁচমাথা মোড় থেকে বিভিন্ন দাবির প্রেক্ষিতে শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড সহযোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয় এবং রামপুরহাট শহর পরিক্রমা শেষে স্থানীয় রেল স্টেশন চত্বরে জমায়েত হয়ে প্রায় দুই ঘন্টা ধরে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে হকারদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বাম ও কংগ্রেস দলের শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ ও আইএনটিইউসি র নেতৃত্বগন। অবস্থান বিক্ষোভের পর সংগঠনের পক্ষ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি গিয়ে স্টেশন ম্যানেজারের হাতে হকারদের দাবিদাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন। স্টেশন কর্তৃপক্ষ দাবিগুলো গুরুত্ব দিয়ে শোনেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন বলে সংগঠনের দাবি। স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিআইটি ইউ রাজ্য কমিটির সদস্য অমিতাভ সিং, সিপিআইএম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সঞ্জীব বর্মন ,সঞ্জীব মল্লিক, বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতি মিল্টন রশিদ, রামপুরহাট শহর কংগ্রেস সভাপতি শাহজাদ হোসেন (কিনু) সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

২০২৪ লোকসভা ভোটের শেষ দফা...

আপনজন: ১৮ তম লোকসভার সপ্তম তথা শেষ দফার নির্বাচন ছিল শনিবার। এদিন বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের দেগঙ্গা বিধানসভা এলাকার একটি বুথে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের লম্বা লাইন। তথ্য ও ছবি: মনিরুজ্জামান

ভাঙড়ে আইএসএফ প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর, বোমা-ইট-লাঠিচার্জ!

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: আইএসএফ প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর, বোমাবাজি, পুলিশকে ইট, পাল্টা পুলিশের লাঠিচার্জসহ ভাঙড়ে বিক্ষিপ্ত অশান্তিতে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হল। সপ্তম তথা শেষ দফায় যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভাঙড়ে ভোট গ্রহণ করা হয় শনিবার।
রাজনৈতিক মানচিত্র বহুল চর্চিত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় যাদবপুর ও জয়নগর দুটি লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের ১০ টি ও ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের ৩ টি অঞ্চল যাদবপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের অধীনে। ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের ৬ টি অঞ্চল জয়নগর সংসদীয় ক্ষেত্রের অধীনে।
গোটা ভাঙড় এলাকা কলকাতা পুলিশের আওতায় আসার পর এই প্রথম ভোট হল ভাঙড়ে। ভাঙড়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট শেষ করা ছিল কলকাতা পুলিশের কাছে চ্যালেঞ্জ। তবে সম্পূর্ন রুপে হিংসা এড়াতে ব্যর্থ হয়েছে কলকাতা পুলিশ।
ভাঙড় ১ ও ২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের ভগবানপুর অঞ্চলের সাতুলিয়া গ্রামে শুক্রবার রাতভর বোমা পড় বলে অভিযোগ। ভোট সকালেও বোম পড়ার অভিযোগ ওঠে।
শাসক দলের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকদের ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে।
পুলিশকে লক্ষ্য করে গ্রামবাসীদের ইট ছোঁড়া এবং পাল্টা গ্রামবাসীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে।
ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের প্রাণগঞ্জ অঞ্চলের নলমুড়ি ও রানিগাছি গ্রাম এবং জাগুলগাছি অঞ্চলের ফুলবাড়ী গ্রামে অশান্তি সৃষ্টি হয়। ফুলবাড়ী গ্রামে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে ফুলবাড়ী গ্রাম আসেন আইএসএফ প্রার্থী আইনজীবী নুর আলম খান। তাঁর গাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ভাঙা গাড়ি নিয়ে সোজা ভাঙড় থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।
এছাড়াও ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের হাতিশালা, পিঠাপুকুর, গানিরআইট, কচুয়া গ্রামেও শাসক দলের বিরুদ্ধে বিরোধীদের ভোট দানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
অপরদিকে ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের মালঞ্চ পদ্মপুকুর, ঘটকপুকুর গ্রামে বিরোধীরা কাকে ভোট দিচ্ছেন তা বোঝার জন্য ভিভি প্যাডে আতর ও কালি লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাসক দলের বিরুদ্ধে।
ভাঙড়ে ভোট সপ্তমির হিংসায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বেশ কয়েকজন। তবে সুখের খবর এটাই ভোট হিংসায় কারোও মৃত্যু হয়নি। বেশ কিছু গ্রামে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণের ছবিও ধরা পড়ে।

এলাকায় শান্তি ফিরে আসুক, চাইছে 'আতঙ্কিত' মঙ্গলকোট

পারিজাত মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: 'গা ছমছম কি হয়, কি হয়?' হ্যাঁ, সন্ধে নামলেই মঙ্গলকোটে বর্তমান পরিস্থিতি এটাই।সম্প্রতি মঙ্গলকোটের নুতনহাটে অবস্থিত ব্লক তৃণমূল অফিস দখল - বেদখল ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য রয়েছে গোটা এলাকা জুড়ে ।ইতিমধ্যেই মঙ্গলকোটের বিভিন্ন সড়কপথের পাশাপাশি হেভিওয়েট স্থানীয় নেতাদের বাড়ির সামনে বসেছে সিসিটিভি ক্যামেরা। ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে গত শুক্রবার সকালে এক ছাগল চোর কে পেশাদার ভাড়াটে গুন্ডা ভেবে ব্যাপক মারধর করে স্থানীয় একাংশ এলাকাবাসী। পরবর্তীতে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ ওই দুস্কৃতি কে প্রথমে আটক,পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদে বিভিন্ন চুরির কথা জানতে পেরে গ্রেপ্তার করে। "বাজেপ্রতাপপুরের সেখ কাজল নামে ওই ব্যক্তি কে কাটোয়া মহকুমা আদালতে এসিজেম এজলাসে পেশ করা হয়েছে" বলে জানান মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ মহাশয়। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের আগে থেকেই উত্তপ্ত হলো মঙ্গলকোট।জানা গেছে, মঙ্গলকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান চন্দন সরকার ওরফে শান্ত বনাম বর্তমান উপপ্রধান রহিম মল্লিকের বিরোধ। মূলত এলাকার রাশ কার হাতে থাকবে? তা নিয়েই চলছে দুই পক্ষের প্রতিযোগিতা। বিশাল মোটরসাইকেল বাহিনী রয়েছে দু তরফেই।কিছুদিন আগে মঙ্গলকোট ব্লক তৃণমূল অফিস দখল অভিযান ঘিরে দুপক্ষের কয়েক শো লোক হাতে লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা করতে যায়।ঘটনাচক্রে সেসময় বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে মঙ্গলকোট আইসি মধুসূদন ঘোষ এই একে অপর কে আক্রমণ রুখে দেন।বর্তমানে ওই ব্লক তৃণমূল অফিসে পুলিশের পাহারা রয়েছে। যাতে অশান্তি কোনক্রমেই না বৃদ্ধি পায়।এলাকায় নজরদারির জন্য তিনশোর মত সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে।
বর্তমান পরিস্থিতিতে আরও সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়েছে স্থানীয় থানার পুলিশ। বিশেষত সদর মঙ্গলকোট এলাকার দুপক্ষের টার্গেট হওয়া নেতাদের বাড়ির সামনে রাস্তায় রয়েছে এইসব সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি। পরিত্যক্ত পুরাতন থানা কে কেউ অপরাধ সংগঠিত করার নিরাপদ করিডর গড়তে না পারে, সেজন্যও নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা।
মঙ্গলকোটের নুতনহাট এলাকায় লজ/হোটেল মালিকদের অজ্ঞাত ব্যক্তিদের ঘর না ভাড়া দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি এলাকায় অজয় নদের বালিঘাট - ইটভাঁটা গুলিতে কর্মীদের পরিচয়পত্র রাখার কথা জানানো হয়েছে স্থানীয় থানার পুলিশের তরফে। মঙ্গলকোটের বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্ধের পর অনেকেই ভয়ে বাইরে হচ্ছেন না।দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। রাতের দিকে লোডশেডিং হলে আবার আতঙ্ক বাড়ছে বেশি! মঙ্গলকোটের সিংহভাগ সাধারণ মানুষজন চাইছেন - 'শাসক দলের এই বিভেদ মিটুক তাড়াতাড়ি'। কেননা মঙ্গলকোটের রাজনৈতিক হানাহানির ইতিহাস বড্ড বেশি দীর্ঘ।নকশাল আমলে রক্তের নদী বয়ে গেছে এই মঙ্গলকোটের বুকে। আবার সিপিএম রাজত্বে মারা গেছেন প্রভাবশালী নেতারা।তৃণমূল জমানাও তার ব্যতিক্রম নয়। জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত সমিতির তিনজন সভাপতি, সিপিএমের জোনাল নেতা, তৃনমূলের উপপ্রধান, অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি প্রভৃতি পদমর্যাদা পূর্ন নেতা/ জনপ্রতিনিধিরা খুন হয়েছেন বিভিন্ন সময়কালে।
ঘটনাচক্রে একটি খুনের মামলাতেও দোষী সাব্যস্ত হয়নি অভিযুক্তরা।
রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডির হাতে মঙ্গলকোটের দুটি খুনের মামলার তদন্তভার রয়েছে। যার মধ্যে একটিতে (ডালিম সেখ) সম্প্রতি কাটোয়া মহকুমা আদালতে অভিযুক্তরা খালাস পেয়েছেন। তাই এলাকায় নুতন করে খুনখারাপি হলে সুবিচার কেউ পাবেন? তার আশা অনেকেই রাখেন না।

রাহুল গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে প্রার্থনা সভা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ বীরভূম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: সাত দফায় ভোট পর্ব মিটতেই দলীয় কর্মীদের মধ্যে শুরু হয়েছে দলীয় প্রার্থীদের সাফল্য কামনায় মন্দির, মাজার সহ বিভিন্ন স্থানে বিশেষ প্রার্থনা সভা। সেরূপ শনিবার সাঁইথিয়া ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বাম-কংগ্রেস জোটের কংগ্রেস প্রার্থী মিলটন রসিদের সাফল্য কামনায় পীর পলোয়ান বাবা ও সাঁইথিয়া নন্দকিশোরী মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে পায় তার জন্যেও প্রার্থনা করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হরিহরপাড়ায় একই রাতে তিন জায়গায় একসঙ্গে চুরি

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: একেই রাতে তিন জায়গায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য হরিহরপাড়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার নসিপুর খানপাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় শরীয়তুল্লাহ খানের বাবা অসুস্থ থাকায় পাশের ঘরে পরিবারের লোকজন একসঙ্গে বাবার কাছে ছিল আর সেই সুযোগে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা বাড়ির পিছনের দিকের জানালা ভেঙে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে পরপর দুটি ঘর থেকে ৫০০০০ টাকা ক্যাশ আড়াই ভরি সোনা এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে চম্পটদেয় দুষ্কৃতীরা।
পাশাপাশি অন্যদিকে শুক্রবার গভীর রাতে হরিহরপাড়া বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় হাবিব সেখ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে ঘরে ঢুকে নগদ ক্যাশ ৩২ হাজার ২০০টাকা সহ প্রায় দুভোরি সোনা।
অন্যদিকে একেই রাতে হরিহরপাড়া বিডিও রোড জোড়া শিব মন্দির এলাকায় তাহের শেখ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা ঢুকে কয়েক হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে চম্পট দেয়। এই ঘটনায় আতঙ্কিত পরিবারসহ প্রতিবেশীরা। এই ঘটনায় হরিহরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বাড়ির মালিকরা। লিখিত অভিযোগ ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
তবে একই দিনে পরপর তিনটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্ক রয়েছে এলাকায় বলে জানা যায়।

বেহাল বিদ্যুতের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বেহাল বিদ্যুৎ পরিষেবার প্রতিবাদে পথ অবরোধ। শনিবার সাত সকালে মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন পুরাতন মালদার সাহাপুর অঞ্চলের জোত গোবিন্দ এলাকার বাসিন্দারা। এদিন তারা রাস্তায় বাঁশের ব্যারিকেড বেঁধে দীর্ঘক্ষণ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাখেন।
তারা সুষ্ঠু বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবীতে সরব হন। অবরোধকারীদের অভিযোগ, তাদের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যুতের লো-ভোল্টেজ সমস্যা চলছে। লো ভোল্টেজের কারণে প্রচন্ড গরমে এলাকার সাধারণ মানুষের নাজেহাল পরিস্থিতি। এছাড়াও লো-ভোল্টেজের কারণে সাবমার্শিবল পাম্পে জল উঠছে না।
ফলে পানীয় জল পেতে তাদের চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এই সমস্যার কথা তারা বহুবার বিদ্যুৎ দপ্তরে জানিয়েছেন। কিন্তু কোন প্রতিকার মেলেনি। তাই আজ পথ অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন। সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাবেন।

ভোটে তদারকি...

আপনজন: বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নূরুল ইসলাম এর জয়ের লক্ষ্যে হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার কীত্তিপুর -১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় থেকে ভোট তদারকি করছেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, আছেন অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মান্নান আলী,কোর কমিটির অন্যতম সদস্য হাজী মিসবাহউদ্দিন,এসরাইল আলি,আব্দুর রউফ,সাজাহান বাদশা, সাহাবুদ্দিন আলি প্রমুখ।

প্রথম নজর

দক্ষ কর্মীদের জন্য জার্মানিতে ‘অপরচুনিটি কার্ড’ চালু

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাইরের দেশের দক্ষ কর্মীদের কাজের সন্ধানে জার্মানিতে আসার অনুমতি দেওয়ার একটি নতুন প্রকল্প কার্যকর করেছে জার্মান সরকার। প্রকল্পের আওতায় চান্সেনকার্টে বা অপরচুনিটি কার্ড নামে একটি বিশেষ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। চান্সেনকার্টে পাওয়ার যোগ্যতা হিসেবে ভাষার দক্ষতা, শিক্ষা ও কাজের অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। এই সুবিধার আওতায় ইইউর বাইরে থেকে দক্ষ কর্মীরা জার্মানির শ্রম বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। সঠিক মানদণ্ড পূরণ করতে পারলে সেই কার্ডের মাধ্যমে দেশটিতে এক বছর অবস্থান করে চাকরি খুঁজে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। নতুন এই ভিসা প্রকল্প দেশটির একটা আইনের প্যাকেজের অংশ। এর লক্ষ্য জার্মানির দক্ষ শ্রমের বিপুল ঘাটতি মেটানো। শনিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি ফেজার বলেন, ‘আমরা নিশ্চিত করছি, জার্মানির অর্থনীতিতে বছরের পর বছর ধরে জরুরিভাবে কর্মী ও দক্ষ কর্মী প্রয়োজন। যোগ্য হলে তারা আমাদের দেশে আসতে পারেন।’

চান্সেনকার্টেতে কী সুবিধা

যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে অপরচুনিটি কার্ড বা চান্সেনকার্টের জন্য আবেদন করা সম্ভব। এর জন্য কমপক্ষে দুই বছরের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ থাকতে হবে বা নিজ দেশে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি থাকতে হবে। জার্মান কিংবা ইংরেজি ভাষারও জ্ঞান থাকতে হবে। আবেদনকারীর ভাষা দক্ষতা, পেশাগত অভিজ্ঞতা, বয়স ও জার্মানির সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে পয়েন্ট সিস্টেম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। চান্সেনকার্টে পেতে কমপক্ষে ছয় পয়েন্ট প্রয়োজন। কার্ড পেলে আবেদনকারী জার্মানিতে প্রবেশ করতে পারবেন এবং এক বছর পর্যন্ত দেশটিতে অবস্থান করে চাকরি খোঁজার অনুমতি পাবেন। সেই সময়ের মধ্যে আংশিক সময়ের কাজ বা পরীক্ষামূলক চাকরিতে (ট্রায়াল জব) সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন।

বিশেষ পশ্চিম বলকান প্রকল্প

নতুন এই প্রকল্পের আওতায় পশ্চিম বলকান দেশগুলোর চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সুযোগও বেড়েছে। এটি অদক্ষ কর্মীদের জন্যও প্রযোজ্য। পশ্চিম বলকান অঞ্চলের দেশ আলবেনিয়া, বসনিয়া, কসভো, মন্টেনেগ্রো, উত্তর মেসিডোনিয়া ও সার্বিয়ার নাগরিকদের ২০১৬ সাল থেকে বিশেষ বিবেচনায় কাজের অনুমতি দিয়ে আসছে জার্মান সরকার। প্রতি বছর পশ্চিম বলকান অঞ্চলের এই দেশগুলো থেকে অন্তত ২৫ থেকে ৫০ হাজার মানুষ জার্মানিতে যান কাজ করতে। এবার এই দেশগুলো থেকে গেলে কোনো পেশাগত যোগ্যতা না থাকলেও জার্মান শ্রমবাজারে প্রবেশাধিকার থাকবে। যদিও পশ্চিম বলকান দেশগুলো থেকে জার্মানিতে প্রবেশের জন্য জার্মান কম্পানির সঙ্গে চাকরির চুক্তির প্রয়োজন হবে।

চীনকে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্টের হুঁশিয়ারি

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ চীন সাগরে ‘রেড লাইন’ অতিক্রম না করার জন্য চীনকে সতর্ক করেছেন ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়র। শনিবার বিবিসির এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে। সিঙ্গাপুরে এক নিরাপত্তা সামিটে ফার্দিনান্দ মার্কোস বলেছেন, চীনের ইচ্ছাকৃত পদক্ষেপের কারণে যদি ফিলিপাইনের কোনো নাগরিকের মৃত্যু হয় তাহলে ফিলিপাইন এটিকে ‘যুদ্ধের একটি কাজের’ কাছাকাছি হিসেবে বিবেচনা করবে। সেই সঙ্গে এর জবাব দেবে ফিলিপাইন। জানা গেছে, সেই ফোরামে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিরক্ষা প্রধানরা অংশ নিয়েছেন- যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের প্রতিনিধিরাও আছেন।

ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্টের এমন মন্তব্যের জবাবে একজন চীনা সামরিক মুখপাত্র ফিলিপাইনের বিরুদ্ধে চীনের ওপর দোষারোপ ও আক্রমণ করার অভিযোগ এনেছেন। দক্ষিণ চীন সাগরের ভূখণ্ড নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চীন ও ফিলিপাইনের মধ্যে অচলাবস্থা চলছে। তবে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দুই দেশের মধ্যে এই অচলাবস্থা সংঘর্ষ পর্যায়ে গেছে।

হজ করতে সাইকেলে ৩ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মদিনায়

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র হজ পালন করতে যুক্তরাজ্যের স্কটল্যান্ড থেকে সাইকেল চালিয়ে দুই ভাই সৌদি আরব পৌঁছেছেন। গত ১ এপ্রিল আবদুর রহমান (৩৪) ও রেহান আলী (২৯) নামের দুই ভাই ওই অঙ্গরাজ্যের মিডলোথিয়ান বনিরিগ শহর থেকে যাত্রা শুরু করেন। সম্প্রতি তাঁরা সৌদি আরবের মদিনা নগরীতে পৌঁছলে তাঁদের ফুল, খেজুর ও কফি উপহার দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

এক মাসের বেশি সময়ের এ যাত্রাপথে তাঁরা ৩৬৩৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, বুলগেরিয়া, তুর্কি, লেবাননসহ ১৩টি দেশ অতিক্রম করেন।

দীর্ঘ এ যাত্রাপথে তাঁরা গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় আক্রান্তদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন।

মূলত তাঁরা ২০১৯ সালে লন্ডন থেকে হজ করতে যাওয়া একটি সাইকেল অভিযাত্রীদল থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আবদুর রহমান বলেন, ‘ওই ঘটনার পর আমি ভাবছিলাম, তারা কী সুন্দরভাবে হজ করতে যাচ্ছেন। তখন মনে হয়, আমারও এমন কাজ করার সামর্থ্য রয়েছে।

এরপর আমি হজযাত্রার পরিকল্পনা শুরু করি। পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির সময় আমরা প্রতিদিন গাজায় ফিলিস্তিনিদের আক্রান্ত হওয়ার খবর পেতে থাকি। তখন আমরা ওয়ার্ল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে গাজাবাসীর জন্য অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিই।’

রেহান বলেন, ‘২০২২ সালের নভেম্বরে আমরা মক্কা ভ্রমণ করেছি।

তখন থেকে আমি ও আমার ভাই পুনরায় মক্কায় গিয়ে হজ করতে চাচ্ছিলাম। গত বছর আমরা সিদ্ধান্ত নিই, ২০২৪ সালে আমরা হজ ভ্রমণ সম্পন্ন করব। এমন দুর্দান্ত ভ্রমণকে আমরা ফিলিস্তিনের গাজাবাসীর জন্য অর্থ সংগ্রহের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করি।’

যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ‘ইতিবাচক’ হামাস, যা বলছেন বিশ্বনেতারা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় পূর্ণ যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠায় ইসরায়েলের দেওয়া রূপরেখাকে শুক্রবার ‘ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা’ করার কথা জানিয়েছে স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এদিনই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ রূপরেখার বিস্তারিত তুলে ধরেন।

ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের কথা ঘোষণাকালে প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রায় আট মাস ধরে চলা গাজা যুদ্ধের সমাপ্তি টানার আহ্বান জানান। তবে দ্রুতই বাইডেনের শান্তি আলোচনা শুরুর আহ্বানে নেতিবাচক মনোভাব দেখান ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। জোর দিয়ে তিনি বলেন, হামাসের গাজা শাসন করার ক্ষমতা ও ইসরায়েলের জন্য হুমকি হয়ে ওঠার বিষয়টি নিঃশেষ না করা পর্যন্ত ইসরায়েলি সেনারা লড়াই চালিয়ে যাবেন।

যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নিতে হামাসের প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্টের আহ্বান জানানোর পর রূপরেখাকে সন্ধ্যায় একটি বিবৃতি দিয়েছে সংগঠনটি। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘স্থায়ী যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা, গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার এবং এ উপত্যকার পুনর্গঠন ও বন্দি বিনিময়’ নিয়ে বাইডেনের বক্তব্যকে ইতিবাচকভাবে দেখছে তারা।

এদিকে গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিয়ে এমন অগ্রগতিতে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ‘জোরালো আশাবাদ’ ব্যক্ত করেছেন বলে জানিয়েছেন তার মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক। আশাবাদ জানিয়েছেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবকও। তিনি বলেন, ইসরায়েলের প্রস্তাব যুদ্ধ বন্ধে আশার আলো ও একটি সম্ভাব্য পথ দেখাচ্ছে। গাজায় রক্তপাত বন্ধে এ ‘ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবভিত্তিক’ দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাগত জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রধান উরসুলা ভন ডার লেন।

গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় অতি ঘনবসতিপূর্ণ রাফা শহরে অভিযান না চালাতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের আহ্বান উপেক্ষা করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। এতে হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলি বাহিনীর তুমুল লড়াই শুরু হয়েছে। এ অবস্থায় অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে গতকাল ইসরায়েলের ঐ যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব ঘোষণা করলেন বাইডেন। প্রস্তাবটি তিনটি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার কথা বলা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৬ সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে। এ সময়ে গাজার সব জনবহুল এলাকা থেকে ইসরায়েলি সেনাদের সরিয়ে নেয়া হবে। হামাস ‘নির্দিষ্টসংখ্যক’ জিম্মিকে মুক্তি দেবে। বিনিময়ে ইসরায়েলে বন্দি কয়েকশ মানুষকে মুক্তি দেওয়া হবে। গাজার সব এলাকায় বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের তাদের বাড়িঘরে ফিরতে সুযোগ দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম বাড়ানো হবে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গাজাবাসীর জন্য হাজারো সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা করবে।

যুদ্ধবিরতি চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র ও কাতারের মধ্যস্থতায় শান্তি আলোচনা চলমান থাকবে। যদি আলোচনা সফল হয়, তাহলে বাস্তবায়ন শুরু করা হবে পরবর্তী পর্যায়ের পরিকল্পনা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে অবশিষ্ট জিম্মি মুক্তি দেবে হামাস। তাদের মধ্যে জিম্মি সেনারাও থাকবেন। সেই সঙ্গে গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর সর্বশেষ সেনাকেও সরিয়ে নেয়া হবে। যুদ্ধবিরতিকে ‘স্থায়ীভাবে শত্রুতা বন্ধে’ উন্নীত করা হবে।

তৃতীয় পর্যায়ে গাজার জন্য বাস্তবায়ন শুরু করা হবে বড় ধরনের ‘পুনর্গঠন পরিকল্পনা’। এর আওতায় মার্কিন ও আন্তর্জাতিক সহায়তায় গাজা উপত্যকায় বাড়ি, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল পুনর্নির্মাণ করা হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাল নেলসন ম্যান্ডেলার দল

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার সংসদের ঐতিহাসিক নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠা হারিয়েছে নেলসন ম্যান্ডেলার দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এএনসি)। ৩০ বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের পতন ঘটায় দলটি। এরপর দেশটিতে যতবার সংসদ নির্বাচন হয়েছে ততবারই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। তবে বেকারত্ব, দারিদ্রতা, অবকাঠামোর অবনতিসহ নানা কারণে এএনসির প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন কমে গেছে। যার ফলাফল পাওয়া গেছে এবারের নির্বাচনে।

বার্তাসংস্থা এপি জানিয়েছে, আজ শনিবার ৯৯ শতাংশ ভোট গণনা সম্পন্ন হয়েছে। এতে দেখা গেছে এএনসি ৪০ শতাংশের কিছু ভোট পেয়েছে। যা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া থেকে অনেক কম। নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করবে দেশটির স্বাধীন নির্বাচন কমিশন। তবে এএনসির ৫০ শতাংশ বা তার বেশি ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। নির্বাচনের শুরুতে কমিশন জানিয়েছিল রোববার আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করা হবে। তবে তা এর আগেই হয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ম্যান্ডেলার দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেও তাদের নেতৃত্বেই দেশটিতে সরকার গঠিত হবে। তবে সরকার গঠন করতে হলে অন্য দলের সঙ্গে তাদের জোট গড়তে হবে। এছাড়া সিরিল রামাফোসাই দ্বিতীয় ও শেষবারের মতো প্রেসিডেন্ট হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নির্বাচন শেষে সংসদ সদস্যরা দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা জন স্টেনহুইসেন বলেছেন, “দেশকে বাঁচাতে এএনসির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভাঙার প্রয়োজন ছিল। আমরা এটি করেছি।” জন স্টেনহুইসেনের দল ড্যামোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স পার্টি ২১ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অপরদিকে জ্যাকব জুমার গঠিত নতুন দল এমকে পার্টি পেয়েছে ১৪ শতাংশ ভোট। এক সময় এএনসিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জুমা। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি নিজের দল গঠন করেন। বলা হচ্ছে, জুমার দল ১৪ শতাংশ ভোট পাওয়ার কারণেই মূলত এএনসি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। আরেক দল ইকোনোমিক ফ্রিডম ফাইটার্স পেয়েছে মাত্র ৯ শতাংশ ভোট।

চীন ও হংকংয়ের একাধিক কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: হংকংয়ের গণতন্ত্রপন্থী ১৪ কর্মীকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালতের রায়ের ঘটনায় চীন ও হংকংয়ের একাধিক কর্মকর্তার ওপর নতুন ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার (৩১ মে) যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার এ ঘোষণা দেন। শুক্রবার এক বিবৃতিতে ম্যাথু মিলার বলেন, হংকংয়ে গণতন্ত্রপন্থী সংগঠকদের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অধীন ঘোষিত অন্যায্য রায় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। বিবাদীরা রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচারের শিকার হয়েছেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শান্তিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের কারণে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। অথচ হংকংয়ের আইনের আওতায় তাদের এ ধরনের কর্মকাণ্ড করার অধিকার রয়েছে। এরপর মিলার বলেন, এই রায়ের মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়নের জন্য দায়ী চীন ও হংকংয়ের কর্মকর্তাদের ওপর নতুন ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। হংকংয়ের উচ্চ আদালত গত বৃহস্পতিবার জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অধীন গণতন্ত্রপন্থী ওই ১৪ কর্মীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এই দিন ঐতিহাসিক ওই নাশকতা মামলায় দু’জনকে খালাস দেওয়া হয়। এই রায় শহরটিতে আইনের শাসন ও বৈশ্বিক অর্থনীতির অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে এর যে খ্যাতি রয়েছে, তাতে আরেকটি বড় ধাক্কা বলে মনে করেন সমালোচকেরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় যুদ্ধ বন্ধে ইসরায়েলের নতুন প্রস্তাবে কী আছে

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় যুদ্ধ বন্ধে ইসরায়েলের নতুন প্রস্তাব মেনে নিতে হামাসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেছেন, এ যুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় এসেছে। তিন পর্যায়ের নতুন এই প্রস্তাবে গাজায় পুরোপুরি যুদ্ধবিরতি কার্যকরের সুযোগ রয়েছে। এখন সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতির এই প্রস্তাবকে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস ইতিবাচকভাবে দেখছে। হামাস শুক্রবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হামাস স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং গাজা থেকে ইসরাইলি বাহিনীর পূর্ণ প্রত্যাহার, বাস্তুচ্যুত লোকদের তাদের বাড়িঘরে ফেরা, সত্যিকারের বন্দী বিনিময়ের যেকোনো প্রস্তাবকে ইতিবাচক ও গঠনমূলকভাবে দেখতে প্রস্তুত। হামাসের এই মন্তব্যে সংশ্লিষ্টদের মনে স্বস্তি এনে দিয়েছে। হামাস এতো দিন অভিযোগ করে আসছিল যে যুক্তরাষ্ট্র খোলামেলাভাবে ইসরায়েলের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধবিরতিতে বাধা দিয়ে আসছে। যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্ততার কাজে জড়িত এক ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেছেন, হামাস এখন দেখছে যে ভিন্ন মনোভাব নিয়ে আলোচনায় ফেরার জন্য ইসরাইলের ওপর চাপ দেওয়ার দিকে মনোযোগ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা ইসরাইলকে বার্তা দিচ্ছে যে যুদ্ধবিরতি মেনে না নিলে তারা আমেরিকার সাথে সংঘাতে জড়ানোর ঝুঁকিতে পড়তে পারে। মার্কিন এক কর্মকর্তা পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সাড়ে চার পৃষ্ঠার। এতে যুদ্ধবিরতির শর্তগুলো বিস্তারিতভাবে দেয়া আছে। ওই কর্মকর্তা বলেন, হামাস আগের রাতে প্রস্তাবটি পেয়েছে। তাদের সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগবে। তিনি আরো বলেন, হামাস ইতোপূর্বে যেসব দাবি উত্থাপন করেছিল, এতে ছোটখাট কিছু বাদ দিয়ে সবই পূরণ করা হয়েছে। ইসরাইলের প্রস্তাবিত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত নতুন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব তিনটি ধাপ রয়েছে। ইসরাইল নিজে এই প্রস্তাব ঘোষণা করেনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শুক্রবার রাতে এক টেলিভিশন ভাষণে এই রূপরেখা তুলে ধরেন। অনেক বিশ্লেষক বলেছেন, এতে নতুন কিছুই নেই। বিভিন্ন পক্ষ থেকে এসব প্রস্তাব অনেকবারই এসেছে। তবে নতুনত্ব যা রয়েছে, তা হলো এটি ঘোষিত হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মুখ দিয়ে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রস্তাবটি তিনটি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার কথা বলা হচ্ছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২১ মি.

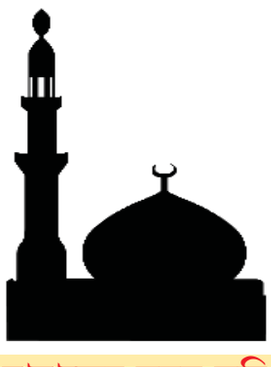

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২০	৪.৫১
যোহর	১১.৩৯	
আসর	৪.১১	
মাগরিব	৬.২২	
এশা	৭.৪১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

আফগানিস্তানে নৌকাডুবি, শিশুসহ নিহত ২০

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় নানগারহার প্রদেশে নদী পার হওয়ার সময় একটি নৌকা ডুবে শিশুসহ ২০ জন হয়েছে। নানগারহারের তালেবান সরকারের তথ্য বিভাগের প্রধান কুরাইশি বদলুন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে বলেছেন ‘শনিবার সকাল ৭টার দিকে পূর্ব নানগারহারের মোমান্দ দারা জেলার বাসাউল এলাকায় নদীতে নারী ও শিশুদের নিয়ে একটি নৌকা ডুবে হতাহতের ঘটনা ঘটে।’

তিনি বলেন, দুর্ঘটনায় পাঁচজনকে জীবিত এবং অন্তত পাঁচটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

মিয়ানমারের ৮৬ শতাংশ শহর বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে, বেকায়দায় জান্তা

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের ৮৬ শতাংশ শহর ও গ্রামের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে বিদ্রোহীরা। দেশটির মোট জনসংখ্যার ৬৭ শতাংশের বসবাস এসব এলাকায়। আন্তর্জাতিক দুই থিঙ্কট্যাংক সংস্থা স্পেশাল অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল ফর মিয়ানমার অ্যাড এবং ক্রাইসিস গ্রুপের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা গেছে। বৃহস্পতিবার বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে স্যাক-এমের গবেষকরা বলেন, শাসক হিসেবে ন্যূনতম যেসব দায়িত্ব পালন করা উচিত, মিয়ানমারের অধিকাংশ এলাকায় সেসবও পালন করতে পারছে না জান্তা। দেশটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এলাকা এখন বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে এবং এর ফেলে ব্যাপক চাপে পড়া জান্তাগোষ্ঠী এখন আক্রমণাত্মক অবস্থান ছেড়ে রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিতে বাধ্য হচ্ছে। ২০২১ সালে মিয়ানমারের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে সেনাবাহিনী। মিয়ানমারজুড়ে শুরু হয় গণবিক্ষোভ। বিক্ষোভ দমনে নির্বিচারে গুলি চালায় জান্তা সরকার। জনবিক্ষোভ এক সময় রূপ নেয় গৃহযুদ্ধে। আর এই গৃহযুদ্ধে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে দেশটির জাতিগত-সংখ্যালঘু সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো।

যুদ্ধ বন্ধে হামাসকে ইসরায়েলি প্রস্তাব মেনে নিতে বাইডেনের আহ্বান

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধ বন্ধে ইসরায়েলের নতুন প্রস্তাব মেনে নিতে হামাসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। স্থানীয় সময় শুক্রবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে বাইডেন এ আহ্বান জানান। হামাসের উদ্দেশ্যে বাইডেন বলেন, হামাস সব সময় বলে থাকে তারা যুদ্ধবিরতি চায়। এখন হামাসের সামনে প্রমাণ করার সুযোগ এসেছে যে, তারা আসলেই এটা চায় কিনা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, তিন পর্যায়ের নতুন এ প্রস্তাবে গাজায় পুরোপুরি যুদ্ধবিরতি কার্যকরের সুযোগ রয়েছে। হামাস যদি সব জিম্মিকে মুক্তি দেয়, তবে গাজা ইস্যুতে শান্তিচুক্তিতে আসার বিষয়টি বিবেচনা করবে ইসরায়েল। ইসরায়েল জানিয়েছে, সবার আগে জিম্মিদের মুক্তি দিতে হবে। যদি তা না হয়—গাজায় অভিযান থামবে না কোনো চুক্তিও হবে না।

এর আগে বৃহস্পতিবার একটি বিবৃতি দিয়েছে হামাসের এক নেতা। তিনি বলেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত আর কোনো আলোচনায় অংশ নিতে রাজি নয় তারা; তবে ইসরায়েল যদি গাজায় সামরিক অভিযান বন্ধ করে তাহলে সব জিম্মিকে ছেড়ে দেওয়ার পাশাপাশি স্থায়ী শান্তিচুক্তির জন্য ‘সম্পূর্ণ প্রস্তুত’ রয়েছে গোষ্ঠীটি।

গাজার যুদ্ধে বাইডেনের রূপরেখা এটা ‘সুযোগ’: ট্রুডো

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজায় প্রায় আট মাস ধরে চলছে যুদ্ধ। এ যুদ্ধকে অব্যাহত রাখার জন্য ইসরায়েলকে পেছন থেকে শক্তি যোগাচ্ছে খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তবে এবার গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য নতুন রূপরেখা তুলে ধরেছেন তিনি। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) বাইডেনের এই রূপরেখাকে ইসরায়েল-গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সুযোগ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

শনিবার আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে বলেন, ইসরায়েল-ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বাইডেনের প্রস্তাবিত নতুন রূপরেখাটি একটি সুযোগ। এর জন্য এ নতুন রূপরেখাটি সব পক্ষকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, এ নতুন রূপরেখার মাধ্যমে গাজায় দুর্ভোগের অবসান করে শান্তির পথে ফিরে আসার সুযোগ। কানাডা অবিলম্বে ইসরায়েল-গাজার যুদ্ধবিরতি, অবিলম্বে মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি এবং সমস্ত জিম্মিদের মুক্তির আহ্বান জানায়।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার (৩১ মে) মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হোয়াইট হাউসে গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য একটি রোড ম্যাপের প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৪৯ সংখ্যা, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ২৪ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

পরিণতি

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বরাবরই বিশৃঙ্খল। তাহার কারণও নিশ্চয়ই রহিয়াছে। এই সকল দেশে রহিয়াছে আইনের শাসনের ঘাটতি। জোর যাহার মুল্লুক তাহার—এই নীতি আজও বিদ্যমান। নাগরিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে এই সকল দেশ উদাসীন ও অযত্নশীল। জাতীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি ভঙ্গুর। ফলে এই সকল দেশ যাহারা পরিচালনা করেন, তাহাদের অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হয়। তাহারা সমস্যার আসল জায়গায় হাত দিতে পারেন না বা দেন না। ইহাতে এই সকল দেশ ম্যানেজ করা সকল সময় সহজ হয় না। অনেক সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলিয়া যায় যে, ম্যানেজ করিবার মতো পরিবেশই আর থাকে না। তখন চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে একসময় সহজ সমাধান হিসাবে দেখা দিত মার্শাল ল'। ইহাতে সংবিধান স্থগিত হইয়া যাইত। পরিস্থিতির উন্নতি হইলে আবার ফিরিয়া আসিত বেসামরিক সরকার; কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ম্যানেজ করিবার এই অস্ত্রে এখন আর ধার নাই বলিলেই চলে। আজকাল মার্শাল ল দেখা যায় কদাচিৎ। তবে এখন অনেক উন্নয়নশীল দেশে ইহার নবসংস্করণ হইতেছে পুলিশি শাসন। এই সকল দেশকে পুলিশি রাষ্ট্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম অনেক দিক দিয়াই তাহারা আজ স্বয়ংসম্পন্ন ও অধিকতর শক্তিশালী। তাই পুলিশ দিয়া যেইখানে শৃঙ্খলা আনা যায়, সেইখানে সেনাবাহিনীর কী দরকার? তাহারা কি নিজ দেশে যুদ্ধ করিবেন? অনেক উন্নয়নশীল দেশ আজ অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত হইয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্র বা সূচকের কথা বিবেচনা করিলে তাহাদের উন্নত দেশের সহিতও তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু উন্নত দেশের মতো উন্নয়ন হইলেও রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের পূর্বের মতোই পশ্চাত্পদতা রহিয়া গিয়াছে। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার অবনতি হইয়াছে। ইহাতে দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা এমন পর্যায়ে চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে শুধু পুলিশি শাসন বজায় আর মামলা-মোকদ্দমা দিয়া সকল কিছু সামলানো যাইবে কি না, সন্দেহ। সেই সকল দেশে বিরোধী দলের স্পেস দিনদিন সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। এমনকি কোনো কোনো দেশে বিরোধী দলের অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। স্থানীয় পর্যায়ে তৈরি হইয়াছে মাস্তান ও গুন্ডাবাহিনী। তাহারাই তৃণমূল পর্যন্ত দাপাইয়া বেড়াইতেছে। তাহারা স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করিয়া সাধারণ নাগরিকদের উপর চালাইতেছে স্টিমরোলার। বড় সমস্যা হইল, যাহারা সরকারি দলে অনুপ্রবেশকারী এবং উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে তাহাদের দৌরাত্ম্য আরো অধিক। তাহাদের অনেকে রাতারাতি সরকারি দলের সমর্থক বনিয়া গিয়াছে। তাহারা যে সেই দলের আসল লোক নহে, তাহা অনেকেরই অজানা নহে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা বর্ণচোরা, সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী। দল বিপদে পড়িলে যে কোনো সময় তাহারা কাটিয়া পড়িতে কার্পণ্য করিবে না। তাহাদের কেহ কেহ দেশের স্বাধীনতাবিরোধীও। দেশ ও দলের প্রতি তাহাদের কোনো মায়া নাই। তাহারা নিজেদের স্বার্থকেই সর্বদা বড় করিয়া দেখে; কিন্তু তাহারাই যখন সরকারি ও অন্যান্য দলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়িয়া গুরুত্বপূর্ণ পদপদবি বাগাইয়া লয় এবং ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে চলিয়া যায়, তখন তাহাদের দ্বারা যে কোনো অন্যায় ও অনিয়ম করা মোটেও অসম্ভব নহে। তাহাদের অত্যাচার-নির্যাতনে এখন স্থানীয় এলাকায় বসবাস করা শান্তিপূর্ণ ও নিরীহ মানুষের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল, উন্নয়নশীল দেশে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি হইল কেন? এমন তো নহে যে, এই দুঃসহ পরিস্থিতি এক দিনেই সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের ব্যাপারে সজাগ থাকিবার কথা সচেতন মহল বলিলেও কে শুনে কাহার কথা? এই জন্য দেখা যায়, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে কোথাও না কোথাও অস্থিরতা লাগিয়াই আছে। তাহাদের ব্যাপারে শাসকদের বোধোদয় না হইলে তাহার পরিণতি কখনোই শুভ হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

•••••••••••••

রাইসির মৃত্যুতে ইরানের রাজনীতির সমীকরণ বদলে যাচ্ছে?

ইরানের নির্বাচনে অতিরক্ষণশীল অভিভাবক পরিষদের কঠোর তদারকি সব সময়ই থাকে। সব ধরনের নির্বাচনেই তাদের নিজস্ব পছন্দের প্রার্থী থাকেন। তা সত্ত্বেও ২০২০ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনের আগপর্যন্ত দেখা গেছে, মধ্যপন্থী ও সংস্কারপন্থীরা পার্লামেন্টে কমবেশি প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন। কিন্তু ২০২০ সালের নির্বাচনের প্রাথমিক স্তরে এবং এমনকি দ্বিতীয় স্তরে মধ্যপন্থী ও সংস্কারপন্থী প্রার্থীদের অযোগ্য ঘোষণা করা করা হয়। ফলে অনিবার্যভাবে ভোটারদের একটা বড় অংশ, যাঁরা আশা করেন ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা সম্ভব, তাঁরা ভোট দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। লিখেছেন **শাহির শাহিদসালেস...**

গত ইরানের নির্বাচনে অতিরক্ষণশীল অভিভাবক পরিষদের কঠোর তদারকি সব সময়ই থাকে। সব ধরনের নির্বাচনেই তাদের নিজস্ব পছন্দের প্রার্থী থাকেন। তা সত্ত্বেও ২০২০ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনের আগপর্যন্ত দেখা গেছে, মধ্যপন্থী ও সংস্কারপন্থীরা পার্লামেন্টে কমবেশি প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন।

কিন্তু ২০২০ সালের নির্বাচনের প্রাথমিক স্তরে এবং এমনকি দ্বিতীয় স্তরে মধ্যপন্থী ও সংস্কারপন্থী প্রার্থীদের অযোগ্য ঘোষণা করা করা হয়। ফলে অনিবার্যভাবে ভোটারদের একটা বড় অংশ, যাঁরা আশা করেন ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা সম্ভব, তাঁরা ভোট দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন।

২০২০ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে মাত্র ৪২ দশমিক ৬ শতাংশ ভোট পড়ে। ১৯৭৯ সালে ইরান প্রজাতন্ত্র হওয়ার পর সবচেয়ে কম ভোট পড়ে সেই নির্বাচনে। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পান রক্ষণশীলেরা।

নির্বাচনের এই ফলাফল নিয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বলেছিলেন, 'বদ্ধমূল প্রোপাগান্ডা সত্ত্বেও এই নির্বাচনে যথেষ্টসংখ্যক ভোটার ভোট দিয়েছেন।'

চরমপন্থী অংশের সমর্থনে পরিচালিত ওয়েবসাইটগুলোতে প্রতিদিন সাবেক প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানির মধ্যপন্থী সরকারকে সমালোচনা করা হতো। পরমাণু চুক্তির ব্যর্থতার জন্য রুহানি সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আপস করেছে, এই বলে তারা সমালোচনা করত। অথচ ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন ২০১৮ সালে পরমাণু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিয়েছিল। এই সংবাদমাধ্যমগুলো ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলত, 'সরকারকে ঐক্যবদ্ধ' করার একটা পরিকল্পনা চলছে।

১৯৮৯ সালে আয়াতুল্লাহ খামেনি সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার পর থেকে ২০২১ সালে ইব্রাহিম রাইসি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ার আগপর্যন্ত ইরানের কোনো প্রেসিডেন্টই পুরোপুরি খামেনির অনুগত ছিলেন না। সরকারকে ঐক্যবদ্ধ করার কৌশলের অংশ হিসেবে মধ্যপন্থী ও সংস্কারপন্থী প্রধান নেতাদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করে অভিভাবক কাউন্সিল। ফলে রাইসি নির্বাচনে জেতেন। রাইসি ছিলেন ইরানের ডিপ স্টেটের পছন্দের প্রার্থী।

২০২১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণের হার ছিল ইসলামিক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সর্বনিম্ন।

ক্ষয়ের বৃত্ত বড় হচ্ছে

ভোটের এই নিম্নহারের প্রবণতা এ বছর মার্চ মাসে প্রথম দফা পার্লামেন্ট নির্বাচনেও অব্যাহত ছিল। মাত্র ৪০ শতাংশ ভোটার এতে ভোট দেন। ইরানের রাজনীতির উপকেন্দ্র তেহরানে ভোটার উপস্থিতির হার ২৪ শতাংশে নেমে আসে।

এ মাসে হয়ে যাওয়া দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়। তেহরানে উপযুক্ত ভোটারদের মাত্র ৭ শতাংশ ভোট দেন। মাত্র সাড়ে ৩ শতাংশ ভোট পেয়ে তেহরান থেকে শীর্ষ প্রার্থী পার্লামেন্টে তাঁর সদস্যপদ নিশ্চিত করেন।

এই নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ বিপজ্জনক মাত্রায় কমে যাওয়ার ঘটনাটি কি ইরানের ডিপ স্টেটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়?

মার্চের নির্বাচন নিয়ে খামেনির মন্তব্য ছিল, 'শত্রুরা চায়, ইরানে যেন একটা ম্যাড়মেড়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।...আমাদের প্রধান লক্ষ্য একটা সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ উৎসবমুখর নির্বাচন।'

ইরানের ডিপ স্টেটের কাছে নির্বাচন হলো, আন্তর্জাতিক পরিসরে সরকারের বৈধতা প্রমাণের উপায়। কিন্তু ভোটার অংশগ্রহণের নাটকীয় হ্রাস সেই উদ্দেশ্যকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিচ্ছে।

নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি ভোটারদের এই অনীহার আরেকটি ভিন্ন পটভূমিও রয়েছে। সেটা হলো দৈনন্দিন নানা বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ তীব্র হচ্ছে। অসন্তোষের এই পরিবেশ যেকোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে।

ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও সংস্কার আন্দোলনের আধ্যাত্মিক নেতা মোহাম্মদ খাতামির অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত বেশ বড় রকমের বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। খাতামি এমন একজন নেতা, যিনি সব সময়ই ভোটের মাধ্যমে সংস্কার আনার পক্ষে ওকালতি করে আসছেন। কিন্তু এখন তিনি নির্বাচনে ভোটদানে বিরত থাকার কথা বলছেন।

ব্যর্থ কৌশল

এই পরিপ্রেক্ষিতের বাইরে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় আছে, যেটা আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। ইরানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যাঁরা অংশগ্রহণ করতে চান, তাঁদের নিবন্ধন শুরু হয়েছে। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ১১ জুন। আর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৮ জুন।

সম্ভাব্য সেই দুটি ঘটনা কী হতে পারে, তার আগে বলে নেওয়া দরকার যে ইরানের ঐক্যবদ্ধ সরকারের কৌশলটি ব্যর্থ হয়েছে। সাম্প্রতিক পার্লামেন্ট নির্বাচনের আগে রক্ষণশীল আন্দোলনের দুটি উপদলের মধ্যে সংঘাত তীব্র আকার নিয়েছে। বিপ্লবী ও অতিবিপ্লবী উপদল দুটি নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দয়ভাবে লড়াইয়ে নেমেছে। উত্তেজনা এতটা তীব্র আকার ধারণ করেছে যে দুটি পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলছে। এক পক্ষ অন্য পক্ষের দুর্নীতি ফাঁস করছে।

এই যখন পরিস্থিতি, তখন ইরানের ক্ষমতার মূল কেন্দ্রের (খামেনি ও রেভল্যুশনারি গার্ডসের শীর্ষ নেতৃত্ব) সামনে যে মৌলিক প্রশ্নটি এসে হাজির হয়েছে সেটা হলো, নির্বাচনগুলোতে ভোটারের অংশগ্রহণ যেভাবে বিপজ্জনকভাবে কমে যাচ্ছে, তাতে ঝাড়বংশে মধ্যপন্থী ও সংস্কারপন্থী সব প্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণা করা কতটা বিচক্ষণ?

এই বাস্তবতায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথম যে ঘটনাটি ঘটতে পারে তা হলো, ইরানের ডিপ স্টেট মধ্যপন্থী ও সংস্কারপন্থী সবাইকে অযোগ্য ঘোষণা করার নীতি থেকে সরে আসতে পারে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে সব মধ্যপন্থী ও সংস্কারপন্থী প্রার্থীর সামনে সুযোগের দুয়ার খুলে যাচ্ছে। এই অংশের মধ্যে কাউকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে গেলে তাঁর প্রথম যোগ্যতা হতে হবে খামেনির কাছে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা।

আলী লারিজানির পক্ষে সেই শর্ত পূরণ করা সম্ভব। লারিজানি একজন মধ্যপন্থী রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত। কিন্তু তিনি কখনোই মধ্যপন্থী ও সংস্কারপন্থীদের স্রোতে গা ভাসাননি।

২০০৮-২০ সাল পর্যন্ত এই ১২ বছর পার্লামেন্টে স্পিকারের দায়িত্ব পালন করেন লারিজানি। ২০২১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অভিভাবক পরিষদ তাঁকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করে। রাইসিকে প্রেসিডেন্ট করার জন্যই লারিজানির প্রার্থিতাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।

এ ঘটনার পর খামেনি এক বক্তব্যে বলেছিলেন, 'যাঁদের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁদের কারও কারও ক্ষেত্রে অন্যায় করা হয়েছে।' বিশ্লেষকেরা মনে করেন, লারিজানির প্রসঙ্গে খামেনি এই বক্তব্য দিয়েছিলেন। লারজানি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন তার কারণ হলো, তিনি খামেনির একজন উপদেষ্টা। এর মানে হচ্ছে, ইরানের সর্বোচ্চ নেতার সঙ্গে নৈকট্য রয়েছে তাঁর।

আন্তদলীয় প্রতিযোগিতা

লারজানি ছাড়াও সংস্কারপন্থী ও মধ্যপন্থীদের সম্ভাব্য প্রার্থী হতে পারেন, বর্তমান এমপি মাসউদ পেজেসিকিয়ান, সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী মোহাম্মদ জাভেদ জাহের্মি, সাবেক এমপি মাজিদ আনসারি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক প্রধান আবদুল নাসের হিমাত্তি। সে ক্ষেত্রে আগে বেশ কয়েকটি প্রশ্নের সমাধান হতে হবে।

লারিজানি অথবা অন্য যাঁদের নাম উল্লেখ করা হলো, তাঁরা কি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী? তাঁরা যদি আগ্রহী হন, তাহলে কি অভিভাবক পরিষদ তাঁদের প্রার্থী হিসেবে অনুমোদন দেবে?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, তাতে কি জনগণের বিশাল যে অংশ নির্বাচন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা কি ভোট দিতে আগ্রহী হবে?

একটা বিষয় হচ্ছে, ইরানের ডিপ স্টেট তাদের ঐক্যবদ্ধ সরকারের নীতি অব্যাহত রাখে, তাহলে রক্ষণশীল শিবিরের উপদল দুটির মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তা হবে।

সে ক্ষেত্রে ইরানের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোখবার, স্পিকার মোহাম্মদ বাকের গালিবাফ, পারভেজ ফাত্তাহ, ইরানের পররাষ্ট্র সম্পর্কবিষয়ক কৌশলগত পরিষদের সদস্য ও কট্টরপন্থী নেতা সাইদ জালিলি এবং স্বঘোষিত বিপ্লবী ও বর্তমান নগর উন্নয়নমন্ত্রী মেহেরদাদ বজরপাশ।

রাইসির মৃত্যুর পর ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করা মোখবার ১৫ বছর ধরে ইরানের অন্যতম বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান এক্সিকিউটিভ হেডকোয়ার্টার্স অব দ্য ইমাম ডিরেক্টিভ দেখভাল করে আসছেন। প্রতিষ্ঠানটি কেবল খামেনির কাছে জবাবদিহি করে।

গালিবাফ এবারের পার্লামেন্ট নির্বাচনে সাড়ে ৪ লাখ ভোট পেয়েছেন। ২০২০ সালে তিনি ভোট পেয়েছিলেন ১২ লাখ। এবারে রক্ষণশীল শিবিরে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। অসমর্থিত সূত্রের খবর বলছে, গালিবাফ নতুন পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শীর্ষ পর্যায়ের সঙ্গে আলোচনার পর তিনি তাঁর সেই অবস্থান থেকে সরে আসেন।

যাহোক, অভিভাবক পরিষদ থেকে ১১ জুন যোগ্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিপ্লবী ও অতিবিপ্লবী উপদল দুটির মধ্যে তীব্র আন্তদলীয় কোন্দলই আমরা দেখতে পাব বলে মনে হচ্ছে।

বদলে যেতে পারে সমীকরণ

যাহোক, ওপরের সব সমীকরণ বদলে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। এমনটাও হতে পারে আলী রেজা আরাফি প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। আলী রেজা ইরানের সব ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মনোনয়নের জন্য ৮৮ সদস্যের যে অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্ট রয়েছে, তার সদস্য তিনি।

এ মাসের শুরুর দিকে আমি একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছিলাম, খামেনির উত্তরসূরি হিসেবে রাইসি ও আরাফি প্রধান দুই প্রার্থী।

২৪ মে খবর থেকে জানা যাচ্ছে, ধর্মীয় কয়েকটি সংগঠন আরাফিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আসার আহ্বান জানিয়েছে। যদিও আরাফি সেই অনুরোধ একটিমাত্র শব্দ, 'না' বলে খারিজ করে দিয়েছেন। তারপরও পুনর্বিবেচনা করার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সেটা যদি ঘটে, তাহলে রক্ষণশীল প্রার্থীরা তাঁদের নাম প্রত্যাহার করে নেবেন। আর মধ্যপন্থী প্রার্থীদের অযোগ্য ঘোষণা করা হবে। ২০২১ সালে রাইসির বিজয় একইভাবে নিশ্চিত করেছিল অভিভাবক পরিষদ।

শাহির শাহিদসালেস, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক মিডলইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওয়াহীন ভোটের অজানা মতিগতি ও মোদির ভাগ্য

মাস দুয়েক আগেও মনে হচ্ছিল মাখনের মধ্যে ছুরি চালানোর মতো মসৃণ হবে নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রিত্বের হ্যাটট্রিক। অথচ কী আশ্চর্য! ভোট শুরু হওয়া মাত্র ক্ষণে ক্ষণে বদলেছে নির্বাচনী চালচিত্রের রং। আগামী শনিবার সপ্তম ও শেষ দফার ভোট। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই গণমাধ্যম দেখাবে বুথফেরত সমীক্ষার ফল। তাতে জেতা-হারার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। যদিও চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ৪ জুন।

এত দ্রুত ধারণা বদলের প্রধান কারণ হাওয়াহীনতা। প্রথম দফার ভোট দেখেই বোঝা যায়, কোথাও সেভাবে ভোটের হাওয়া নেই। আগের মতো মোদির নামে আসমুদ্রহিমাচলে পাগলামো যেমন নেই, তেমনি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও গভীর আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ নেই। বিশেষ কোনো বিষয়ও ভোটের সর্বজনীন ইস্যু হচ্ছে না। জনমতের চরিত্র পুরোপুরি স্থানীয়।

অতিদ্রুত আরও উপলব্ধি হয়, 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিকেরা সবাই এক সুরে প্রচার চালাচ্ছে। প্রত্যেকের কণ্ঠে শুধুই সরকারের ১০ বছরের 'ব্যর্থতার' খতিয়ান। তীব্র বেকারত্ব, গগনচুম্বী মূল্যবৃদ্ধি, ধনী-দরিদ্রের চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রধানমন্ত্রীর শিল্পপ্রীতি, আদানি-আম্বানি, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিহিংসা এবং গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ছাড়া বিরোধীরা অন্য বিষয়ে আগ্রহী নয়। বিরোধী প্রচারের এই একমুখী চরিত্রের মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরলেন 'মুসলমান জুজু'। উদ্দেশ্য, উগ্র হিন্দুত্ববাদের চেনা ও পরিচিত আঙিনায় বিরোধীদের টেনে নামানো। কিন্তু সেখানেও তাঁদের আশাহত হতে হলো। কারণ, শাসকের সেই ফাঁদে বিরোধীরা পা দিল না।

অন্য একটি বিষয়ও এই প্রথম মাথাচাড়া দিয়েছে। সামাজিক মাধ্যম। দেশের গণমাধ্যমগুলো শাসক দলের আজ্ঞাবহ। 'গোদি মিডিয়া' নামে তারা পরিচিত। বড় খবরের কাগজ ও টেলিভিশন চ্যানেলের সহায়তা না পাওয়ায় বিরোধী রাজনীতি আবর্তিত হতে থাকে সামাজিক মাধ্যমগুলোতে। সরকারের যে সমালোচনা 'গোদি মিডিয়া' করে না, যে সত্য সেখানে উদ্‌ঘাটিত হয় না, তা আশ্রয় পেতে থাকে বিকল্প সামাজিক মাধ্যমে। তারা জানাতে থাকে বিজেপির চেনা ন্যারেটিভ কতটা অসাড়, প্রকৃত সত্যই বা কী। আগের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ও তার আইটি সেলকে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়নি।

ভোট শুরু হতেই ধরা পড়তে থাকে বিজেপির শক্তি ও দুর্বলতাগুলো। এ কথা অনস্বীকার্য, ১০ বছর ধরে মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি নিজস্ব কিছু ঘাঁটি তৈরি করেছে। হিন্দুত্ববাদী চেতনার বিকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি জনমুখী প্রকল্প রাজ্যে রাজ্যে গড়ে তুলেছে এক বিপুল সুবিধাভোগী জনতা। ক্রমেই এই জনতার একাংশ অন্ধ অনুগামীতে পরিণত।

পাশাপাশি সরকারের নিরন্তর প্রচারে ভারতের 'বিশ্বগুরু' হয়ে ওঠা, গোটা দুনিয়ার সম্ভ্রম আদায় করা, পৃথিবীর জনপ্রিয়তম নেতা হিসেবে মোদির উঠে আসা, তাঁর কঠোর ও কঠিন নেতৃত্বদানের ক্ষমতা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তাঁদের কাছে, যাঁরা মনে করেন শক্তিশালী ভারতের জন্য শক্তপোক্ত কেন্দ্রীয় সরকার জরুরি। যুক্তরাষ্ট্রের পিউ রিসার্চও দেখাচ্ছে, এই মহল মনে করে অতি গণতান্ত্রিকতা সরকারের গতি মন্থর করে, ভারতের মতো দেশের অর্থনীতির জন্য যা মঙ্গলকর নয়। ওই ধারণা ক্রমেই মোদিকে 'নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রী' করে তুলেছে। ভোটের বাজারে এই মোদিই বিজেপির 'ইউএসপি'।

কিন্তু ভোট শুরু হতেই বোঝা গেল, তীব্র কৃষক অসন্তোষ, চাকরিহীন অর্থনৈতিক প্রগতি, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির সুরাহা ১০ বছরে না হওয়ায় মোদি-মাহাত্ম্য ফিকে হয়েছে। নতুন স্বপ্ন ফেরি করতেও এবার তিনি ব্যর্থ।

স্বপ্ন যে একেবারেই দেখাননি তা কিন্তু নয়। কিন্তু 'বিকশিত ভারতের' স্বপ্ন মানুষকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি ১০ বছর আগে শোনানো 'আচ্ছে দিন' না আসায়। ফলে নির্বাচনটা হয়ে ওঠে বিজেপির অর্থ বল, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি ও সাংগঠনিক দক্ষতার সঙ্গে বিরোধীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার। কোথাও তা বিজেপির দিকে গেছে একতরফা, কোথাও বিরোধীদের পক্ষে, কোথাও বা মিশ্র। অধিকাংশ ভোট বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকদের ধারণা, এবারের নির্বাচন একেবারেই একপেশে নয়। যদিও মোদির বিপরীতে কোনো মুখ না থাকায় পাল্লা শাসকের দিকে কিছুটা ঝুঁকে। তবে চ্যালেঞ্জও প্রচুর।

ফলাফলের বিতর্কে না ঢুকে বলা যায়, এবারের ভোট চরিত্র চিত্তাকর্ষক ও সাসপেন্সে মোড়া। যেহেতু হাওয়াহীন, রাজ্যে রাজ্যে ইস্যুও পৃথক, সেহেতু স্পষ্ট মতিগতি বোঝা ভার। চারটি বিষয় নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে।

প্রথমটি দলিত সমাজ। কংগ্রেস যত দুর্বল হয়েছে, দলিত সমাজ তত বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী বিজেপির সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেই দলিত সমাজের একাংশকে কাছে টেনেছে। বাকিরা খুঁজে নিয়েছে অন্য আশ্রয়। যেমন উত্তর প্রদেশে বহুজন সমাজ পার্টি। সেই দলিত সমাজের সামনে কংগ্রেস এবার তুলে ধরেছে আম্বেদকরের অসম্মানের প্রশ্ন। আঘাত হেনেছে দলিত গরিমায়। তারা অবিরাম প্রচার করছে, মোদি তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হলে আম্বেদকরের সংবিধান ও গণতন্ত্র উচ্ছন্নে যাবে। ছত্রখান করে দেবে দলিত, অনগ্রসর, তফসিলভুক্তদের সংরক্ষণব্যবস্থা। সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার মতো বিমূর্ত বিষয় এভাবে ভোটে আলোড়ন ফেলবে কেউ ভাবেনি। অথচ সেটাই বাস্তব। এর সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে বিজেপি। এবারের ভোটে আপাত নির্জীব ও উদাসীন মায়াবতীকে ছেড়ে দলিত ভোটের একাংশ 'ইন্ডিয়া'য় আশ্রয় নিলে উত্তর প্রদেশে বিজেপির কপাল পুড়তে পারে। দিল্লির দরবার দখলের রাস্তা কিন্তু চিরকাল উত্তর প্রদেশ হয়েই আসে।

দ্বিতীয়টি 'অগ্নিবীর' প্রকল্প। সেনাবাহিনীতে স্বল্পমেয়াদি এই 'চুক্তির চাকরি' বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে 'ইন্ডিয়া'। শহিদ হওয়া জওয়ানদের শ্রেণিবিভাজন তুলে দিয়ে পুরোনো প্রথায় স্থায়ী চাকরির আশ্বাস উত্তর ভারতের বেকারদের নতুন আশার আলো দেখিয়েছে। বিজেপি শঙ্কিত। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে বলতে হচ্ছে, জিতলে তাঁরা ওই প্রকল্প পর্যালোচনা করবেন।

তৃতীয়ত, কোটি কোটি লাখোপতি তৈরি ও শিক্ষিত বেকারদের বছরে এক লাখ টাকার শিক্ষানবিশ অনুদানের কংগ্রেসি প্রতিশ্রুতি। নিয়ম করে রাহুল গান্ধী বলে চলেছেন, প্রতি মাসে ব্যাংক হিসাবে সাড়ে আট হাজার টাকা পড়বে খটাখট খটাখট। এই 'খটাখট খটাখট' অন্য এক ধরনের সাড়া ফেলেছে।

চতুর্থত, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের (আরএসএস) নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা নিজেদের 'সক্ষম' হয়ে ওঠার কথা বলে আরএসএসের সাহচর্য অপ্রয়োজনীয় জানিয়ে দিয়েছেন। 'স্বেচ্ছাচারী' মোদি দলকে কুক্ষিগত করে সংঘের কর্তৃত্ব অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। গড়ে তুলেছেন নিজস্ব 'পারসোনালিটি কাল্ট'। জানিয়েছেন, তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত। পরমাত্মার অংশ। অবিনশ্বর। উপেক্ষিত সংঘ সেভাবে সক্রিয় নয়। তা সত্ত্বেও মোদির বিজেপি বৈতরণি পেরোলে তা হবে একান্তই তাঁর কৃতিত্ব।

বাড়তি আরও একটা বিষয়ও বহু চর্চিত। যোগী-ভাগ্য। অরবিন্দ কেজরিওয়াল একই দিনে দুটো বোমা ফাটিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ৭৫ পূর্তির পর মোদি অবসর নিলে অমিত শাহ হবেন তাঁর উত্তরসূরি। আর বলেছিলেন, মোদি হ্যাটট্রিক করলে দুই মাসের মধ্যে তিনি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে সরিয়ে দেবেন। বিজেপি প্রথমটির বিরোধিতা করেছে তীব্রভাবে। কিন্তু যোগী প্রশ্নে সবাই নির্বাক। যোগী ও তাঁর 'ক্ষত্রিয়' সমাজ মুখ ঘোরালে মোদি কি তরাবেন? রাজস্থান, গুজরাট ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশের রাজপুতরাও যখন ক্ষুব্ধ? এই প্রশ্নও প্রভূত আলোচিত।

বিজেপির পক্ষে বাড়তি আসন পাওয়ার জায়গা ওড়িশা, তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশ। সাকল্যে ১৫টি। রামকৃষ্ণে শরণাগত পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বিজেপির রামকে আঁকড়ে ধরলে বাড়তি হয়তো আরও পাঁচ। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিপুল লোকসান কি তা পুষিয়ে দেবে?

৪ জুন চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের দিন। সেদিন নজরে স্রেফ ইভিএম, যা নিয়ে বিরোধীরা সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত নয়। নির্বাচন কমিশনের প্রতি বিরোধীদের আস্থার অভাব ১০ বছর ধরে ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে।

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম আলোর নয়াদিল্লি প্রতিনিধি

প্রথম নজর

মেমারি প্রেসক্লাবে উচ্চমাধ্যমিকে কৃতি ছাত্রীকে সম্বর্ধনা

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: দারিদ্রতাকে জয় করে এ বছর উচ্চমাধ্যমিকে নজর কাটা সাফল্য পেয়েছে মেমারি থানার দুর্গাপুর অঞ্চলের শ্যামনগর গ্রামের মেয়ে সোমা মালিক।দেবীপুর ষ্টেশন গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী সোমা এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে দেবীপুর ষ্টেশন গার্লস হাই স্কুলের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৬০ নাম্বার পেয়ে সবাইকে অবাক করেছে ।

শনিবার মেমারি প্রেসক্লাব এর পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হল। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেমারি প্রেসক্লাবের সভাপতি নুর আহমেদ এবং হিসাবপরীক্ষক পার্থশিখা অধিকারী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা । মেমারি প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সোমা মালিকের হাতে স্মারকলিপি, পুস্তক, একটি গাছের চারা উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়। সোমার উচ্চশিক্ষার সাফল্য কামনা করে মেমারি প্রেসক্লাব এবং আগামী দিনে যে মেমোরি প্রেসক্লাব তার পাশে থাকবে সে আশ্বাস দেওয়া হয়।

নয়াগ্রাম প্রাইমারি স্কুলে রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: মেদিনীপুর সদর ব্লকের নয়াগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে , অনুষ্ঠিত হলো একটি বড় আকারের রক্তদান উৎসব। বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত পঞ্চম বার্ষিক এই রক্তদান এই রক্তদান উৎসবে, উৎসবের মেজাজে রক্তদান করেন মোট ১৮৪ জন রক্তদাতা। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত রক্তদাতা ও অতিথিদের স্বাগত জানান কর্মসূচির মূল কান্ডারী ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিপ্লব আর্য সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এদিনের শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন নছিপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক 'শিক্ষারত্ন' স্বপন পইড়া,শিক্ষক অজিত মাইতি, সমাজসেবী মধু মাইতি, গোপাল সাহা, সমাজকর্মী অসীম ধর,জয়ন্ত মুখার্জি, জগদীশ মাইতি, প্রতিমা রানা, সুদীপ কুমার খাঁড়া,মণিকাঞ্চন রায়,মৃণাল কোটাল,নরসিংহ দাস, মৃত্যুঞ্জয় সামন্ত, আসেকুল রহমান,অণিমেষ প্রমাণিক, সোমা চট্টরাজ, নাসরীন কৌশর, শিক্ষক সৌম্যসুন্দর মহাপাত্র,কৌশিক দাস, কৌশিক লোধ,সন্দীপ মহাপাত্র,সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। পরিবেশ সচেতনতা বার্তা দিতে রক্তদাতাদের হাতে উপহার স্বরূপ একটি করে চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়। রক্ত সংগ্রহ করেন মেদিনীপুর ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিপ্লব আর্য বিদ্যালয়টিকে একটি মডেল বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিনিয়ত আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে বিদ্যালয়টি মেদিনীপুর সদর ব্লকের অন্যতম সেরা বিদ্যালয়।এই কর্মকাণ্ডে কান্ডারীবিপ্লব আর্য জানান, রক্তের গ্রীষ্মকালীন সংকট কিছুটা হলেও মেটাতে তাঁরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এদিনের শিবিরে বহু মানুষ নিজে থেকে এগিয়ে এসে রক্ত দিয়েছেন। বিপ্লববাবু চান, এভাবেই গ্রামীণ এলাকা গুলিণে আরোও বেশি বেশি করে রক্তদান শিবির আয়োজিত হোক। এদিনের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সুমন চ্যাটার্জী।

মেরিটকেয়ার মিশনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মেরিটকেয়ার মিশনে "আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে" শীর্ষক এক আনন্দময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী মেরিনা রহমানের কোরআন তেলওয়াত ও অনুবাদ পাঠের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কণ্ঠশিল্পী আব্দুর রকীব। তিনি নজরুলের গান ও কবিতা পরিবেশনের মাধ্যমে সকলকে মুগ্ধ করেন।

মিশনের শিক্ষিকা জ্যোস্নারা সেখ, শিক্ষক সেখ সরিফুল ইসলাম ও বর্তমান প্রধান শিক্ষক সেখ রেজাউল হক স্যার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। মিশনের সম্পাদক এম এম আব্দুর রহমান সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটান দুপুর ১২ টায়। ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে অনুষ্ঠানে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মিশনের টিচার ইনচার্জ মেরিনা খাতুন।

ক্যানিংয়ে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, ইটের আঘাতে জখম হলেন সাংবাদিক সহ ৯

কুতুবউদ্দিন মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: বিক্ষিপ্ত কয়েকটি গন্ডগোল ছাড়া একপ্রকার শান্তিতেই শেষ হল জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ। শনিবার রাজ্যে শেষ দফার ভোটে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের ক্যানিং ও কুলতলিতে সামান্য গোলমাল হয়। এছাড়া আর কোথাও কোন গোলমাল হয়নি। ক্যানিংয়ের গোলাবাড়ি এবং কুলতলি এলাকার মেরিগঞ্জ ২ এ এজেন্ট বসাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় মারপিট হয়। এতে দুটি জায়গায় কম করে ৯ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে এক সাংবাদিকও রয়েছেন। ইটের আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন সাংবাদিক বান্টি মুখার্জি (২৮) ও সুভাষ চন্দ্র দাশ।বান্টি মুখার্জীকে কলকাতার একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। এই ঘটনায় ইটের আঘাতে আরো ৫-৬ জন ভোটদাতাও আহত হয়েছেন। তারা সবাই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করান। মেরিগঞ্জে বিজেপি সমর্থক এবং তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় গন্ডগোল হয়। তাতেই লোহার রড, লাঠি এবং লঙ্কার গুঁড়োতে আহত হয়েছেন ৪/৫ জন। আহতরা সবাই তৃণমূল সমর্থক বলেই জানা গেছে। এদিকে কুলতলির মেরিগঞ্জ ২ পঞ্চায়েতে তৃণমূল সমর্থক বাকি বিল্লাহ লস্কর (৫৫) বিজেপি সমর্থকদের লাঠির আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন। তার মাথায় আঘাত লেগেছে। তাঁর অবস্থা গুরুতর। মাথায় ১১ টা সেলাই করতে হয়েছে। কুলতলিতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে কলকাতা চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।অন্যদিকে সাংবাদিক বান্টি মুখার্জির মাথায় ৭টি সেলাই পড়েছে। তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন জয়নগরের কুলতলী গ্রামীণ হাসপাতালে। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ তাদের দলীয় ক্যাম্পে তারা বসে থাকার সময় আচমকাই তাদের উপরে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। তাদের জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় এবং তাদেরকে মারধর করে। সঙ্গে চলে ইট বৃষ্টি । তাতেই গুরুতর জখম হন বেশ কয়েকজন সমর্থক। আহতদের মধ্যে রয়েছেন দয়াল হালদার, কর্ণ হালদার, দিনো নাইয়া প্রমুখ। শুধু কুলতলি নয়, বাসন্তীর ঝড়খালির ৪ নম্বর শেষের গ্রামেও বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন। বিজেপির অভিযোগ, এরা মন্ডল পরিবারের পাঁচজন জখম হয়েছেন। শুক্রবার রাতেই বাড়িতে হামলা চালায় তৃণমূল সমর্থকরা বলে অভিযোগ। এরা বাসন্তী থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। এছাড়াও বিরোধী এস ইউ সি আইয়ের অভিযোগ, কুলতলির বুথ নম্বর ৪০ এবং ৪১ ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ইভিএম জলে ভাসতে দেখা গেছে।

এছাড়াও মেরিগঞ্জ ১ নম্বরে ৮ নম্বর বুথে নয়া পাড়া স্কুলে এবং বুথ নম্বর ১৯ ও ২০ ধানখালি এফ পি স্কুলে, বুথ নম্বর ১৩ কচিয়ামারা হেমচন্দ্র হাই স্কুল, বুথ নম্বর ১৪ বেনিমাধবপুর আই সি ডি এস সেন্টার বুথে তৃণমূলের গুণ্ডারা সাধারণ ভোটারদের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যেতে বাধা দিয়েছে বলে এস ইউ সির অভিযোগ। তারা গোটা বিষয়টি কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছে।

টোটো-বাইক দুর্ঘটনায় আহত কমপক্ষে ৫

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: ভয়াবহ টোটো ও মোটরবাইক এবং সাইকেল দুর্ঘটনায় আহত হল ৫ জন, চাঞ্চল্য হরিহরপাড়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার রুকুনপুর এলাকায়। আহত ব্যক্তিদের নাম কার্তিক দাস, রিঙ্কু শেখ, পিয়ারুল শেখ, নাজিবুল সেখ সহ আরো এক মহিলা। আহত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের বাড়ি রুকুনপুর এলাকায় বলে জানা যায়। জানা যায় এদিন একটি মোটরবাইকে করে দুই যুবক তীব্র গতিতে যাওয়ার সময় এক সাইকেল চালককে ধাক্কা মেরে সরাসরি গিয়ে টোটোতে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে ছিটকে পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয় মোট পাঁচজন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী এক ব্যক্তি। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের বোল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জগন্নাথবাটি এলাকার ঘটনা। মৃত ব্যক্তির নাম নীলকান্ত সরকার(৩৬)। পেশায় তিনি একজন কৃষক ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন পাশের বাড়িতে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় পরিবারের লোকেরা। এরপরই পরিবারের তরফে খবর দেওয়া হয় বালুরঘাট থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। অন্যদিকে, কি কারনে এই আত্মহত্যা তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে পরিবারের লোকেরা।

মডেল বুথ নামেই, পরিষেবা পেল না বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভোটাররা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: নামেই মডেল বুথ, কিন্তু নেই কোনো রকম পরিষেবা। এমনই অবাক চিত্র ধরা পড়লো জয়নগর লোকসভার অধীন জয়নগর বিধানসভার নিমপীঠ নিম্ন বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৩২ ও ২৩৩ নম্বর বুথে। বয়স্ক ও বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য রাখা হুইল চেয়ার পড়ে রয়েছে জঙ্গলে। নেই পর্যাপ্ত পাখা-আলোর ব্যবস্থা। বয়স্কদের বসার জন্য সেভাবে কোনও পরিষেবাই নেই, এমনই একরাশ অভিযোগ এই দুই বুথে ভোট দিতে আসা ভোটারদের ।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল মডেল বুথের জন্য। ভোটারদের ভোটদানে উৎসাহিত করার জন্য মডেল বুথ তৈরি করা হয় বিভিন্ন লোকসভার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে। তবে জয়নগর লোকসভার ২৩২ ও ২৩৩ নম্বর মডেল বুথ নামেই শুধুমাত্র মডেল বুথ। এই বুথের মধ্যে থাকা বিশেষ পরিষেবাগুলি পাইনি ভোটাররা। মডেল বুথে রাখা হয়েছিল দুটি হুইল চেয়ার। কিন্তু সেই হুইল চেয়ার কাজে লাগার বদলে পড়ে রয়েছে জঙ্গলের মধ্যে। বিভিন্ন মডেল বুথে সোফা, চেয়ার টেবিলও রাখা হয়েছে এমন চিত্র ধরা পড়েছিল বারবার সংবাদ মাধ্যমে। কিন্তু এই দুই বুথে সেইসবের কোনও বালাই নেই। বরং ভোটাররা বেশ সমস্যার মধ্যেই ভোট দিলেন।এই বিষয়ে স্থানীয় এক ভোটার আশীষ কুমার রায় জানান, মডেল বুথ বলে আলাদাভাবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। বাকি আর চার-পাঁচটা বুথে যেমনভাবে ভোটগ্রহণ হয়, ঠিক সেভাবেই এখানে ভোট হয়েছে। মডেল বুথে যে সমস্ত পরিষেবা থাকার কথা তার কিছুই নেই এখানে। ওই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে এসেছিলেন এক বৃদ্ধা। পায়ের ব্যথার জন্য হাঁটতে কষ্ট হয়। হুইল চেয়ার পড়ে রয়েছে জঙ্গলের ধারে। কোনক্রমে হেঁটে হেঁটে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছে ভোট দিয়ে বেরিয়ে নিজের দুঃখের কথা জানালেন ওই মহিলা। নির্বাচন কমিশনের মডেল বুথ তৈরি হয়েছে বিভিন্ন লোকসভার বিশেষ জায়গাগুলিতে। মডেল বুথ সাধারণত ভোটারদের উৎসাহিত করার জন্য নানাবিধ শিল্প সংস্কৃতি দিয়ে সাজিয়ে তোলার কথা। কিন্তু জয়নগর লোকসভার এই মডেল বুথ যেন সবার ব্যতিক্রম। নামেই শুধু মডেল বুথ কাজে কোন কিছু নেই।তবে এ ব্যাপারে জয়নগর বিধানসভার নির্বাচনের দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকরা কোনো মন্তব্য করতে চায়নি।

ক্ষতিগ্রস্ত ধূপগুড়ি জামে মসজিদ পরিদর্শন ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ধূপগুড়ি

আপনজন: কোচবিহার জেলার কোচবিহার ১ নং ব্লকের দেওয়ানহাট ব্লক মসজিদে জেলার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি পৌরসভার অন্তর্গত ধূপগুড়ি জামে মসজিদে দুষ্কৃতীরা যেভাবে ভাঙ্গে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। যাতে জলপাইগুড়ি জেলায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেদিকে সকল কে নজর দেওয়ার জন্য বার্তা দেওয়া হয় এদিনের সভায় । সভা শেষে ধূপগুড়ি জামে মসজিদ পরিদর্শন করেন ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল সেখানে ছিলেন রাজ্যর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তথা মুর্শিদাবাদ জেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক সহ জলপাইগুড়ির দায়িত্ব প্রাপ্ত গণ। এদিন ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের রাজ্য যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেন সদ্য কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটেছিল ধূপগুড়ির জামে মসজিদে তার তীব্র নিন্দার পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা যেভাবে কাজ করে ছেন তার জন্য পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানান,তিনি আরো বলেন এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে মসজিদে নামাজ আদায় করছে মুসল্লিরা। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইমাম সংগঠনের রাজ্য যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তথা মুর্শিদাবাদ জেলার সাধারণ সম্পাদক মাওঃ আব্দুর রাজ্জাক,জলপাইগুড়ি জেলা ইমাম প্রতিনিধি মাওঃ মহম্মদ জরিফুল ইসলাম, হাফিজ আবদুর রহমান কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক হাফিজ আনোয়ার হোসেন, জেলা সভাপতি মাওঃ ইয়াকুব আলী মাওঃ মহিবুল ইসলাম, আলিপুরদুয়ার জেলা ইমাম সংগঠনের জেলা সভাপতি সহ বিভিন্ন দায়িত্ব প্রাপ্ত ইমাম মুয়াজ্জিন সাহেব গণ।

Since 2011

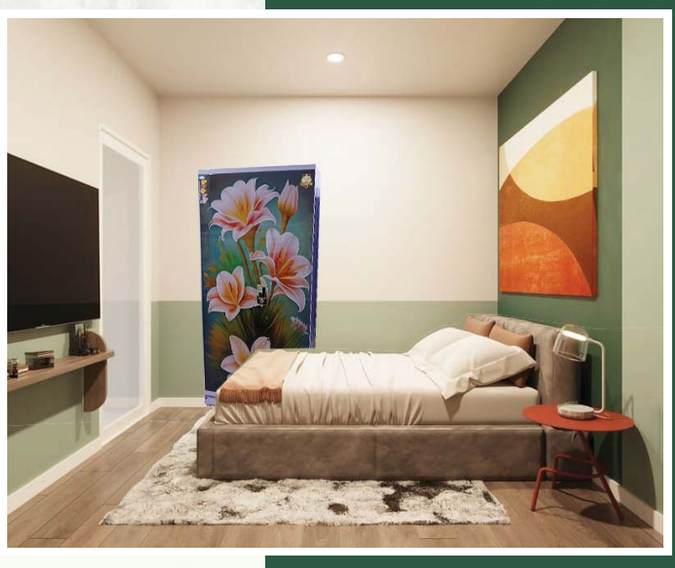

নামী, তবে দামি নয়

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি

পাউডার কোটেড

RIMEX

We Make Furniture For Needs

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

স্টীল আলমারি | স্টীল শোকেশ

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন

৯৭৩২৮৮০১১০

rimexsteelandironofficial@gmail.com

AMF BARUIPUR JOGI BATTALA AL-AMEEN FOUNDATION

আল-আমীন ফাউন্ডেশন

একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পরিচালনায় : জি ডি মনিটরিং কমিটি

জনাব মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান
বোর্ড অফ ট্রাস্টি

বালক ও বালিকা বিভাগ

আসন সীমিত

২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলছে

মাধ্যমিকের মার্কশিট নিয়ে দ্রুত যোগাযোগ করুন

মাধ্যমিক ২০২৪-এ আমাদের সাফল্য

আফিক আরিফ মণ্ডল
প্রাপ্ত নম্বর - 650

ফিরোজ মোল্লা
প্রাপ্ত নম্বর - 633

তামীম হোসেন হালদার
প্রাপ্ত নম্বর - 632

৫৫ জন ৯০ শতাংশের উর্ধ্বে

১৭ জন স্টার মার্কস-সহ ৭৫ জন শিক্ষার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ

ডে স্কলার ছাত্রছাত্রীদেরও ব্যবস্থা আছে

স্বনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা ক্লাস করানো হয়

দ্বাদশ শ্রেণি থেকে নিটের প্রস্তুতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা আছে

EDUCARE FOUNDATION

(A Unit of Al-Ameen Foundation)

ADMISSION OPEN ENROLL NOW

WBCS Coaching

রেজিস্টার্ড অফিস: আল-আমীন ফাউন্ডেশন, যোগীবটতলা, বারুইপুর-৭০০১৪৪

8910851687/8145013557/9831620059

Email- amfbaruipur@gmail.com

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ইসলামি দুনিয়ার কয়েকজন মনীষীতুল্য ঐতিহাসিক
- নিবন্ধ: বিশ্ব পরিবেশ দিবস এবং আমরা
- বিশেষ নিবন্ধ: এক মোগল শাহজাদির হজযাত্রার গল্প
- ধারাবাহিক গল্প: রূপা এখন একা
- ছড়া-ছড়ি: বাবা

ইসলামি দুনিয়ার কয়েকজন মনীষীতুল্য ঐতিহাসিক

সপ্তম শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইসলামি পণ্ডিতবর্গ বহুল আর ব্যাপক ইতিহাস চর্চার মারফত বিশ্বসভ্যতার ক্রমবিকাশের পরিচয় সভ্য দুনিয়ার সামনে পেশ করে রেখেছেন। সেই সব খ্যাতি যশে সিক্ত অনন্তজীবী আর অবিনশ্বর ঐতিহাসিক বর্গের কথা এখনও অনেকেরই অজানা রয়ে গেছে। ইসলামধর্মী বিদ্বৎসমাজের প্রখর ইতিহাস সচেতনতা ও তাদের সন্দর্ভ গবেষণার ফসল সমৃদ্ধ করেছে বিশ্বকে। সেই সব ঐতিহাসিক কয়েকজন মনীষীতুল্য বিদ্বানের জীবন আলেখ্য তুলে ধরেছেন ইতিহাসবেত্তা **খাজিম আহমেদ**।

মালদ্বীপ অঞ্চলে বছরখানিক অবস্থান করেছিলেন। সেখানেও ‘কাজি’র দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহলে পৌঁছন। সেখান থেকে ফিরে হিন্দুস্তান-এর মাদুরা অঞ্চলে অবস্থান করেন। এমন ‘অ্যাডভেঞ্চারাস একসপ্লোরার’ ইবন যে আধুনিক কালের বহু উপাদান তাঁর যাপন প্রণালীতে দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠেছে। মাদুরা থেকেই পবিত্র এবং অবশ্যপালনীয় ‘হজ’-এর জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানেও মান্যজনদের সাহচর্যে কিছুকাল অতিবাহিত করে স্বদেশ-স্বভূমি মরোক্কা-তে ফিরে যান (১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দে)। আজকের দিনে ভ্রমণের বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে বলা হয়ে থাকে, যেন পায়ের তলায় সরষে। বতুতা-র ক্ষেত্রেও বিষয়টির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্বদেশে ফিরে আবার তাঁর যাত্রা হল শুরু। এবার গন্তব্য মধ্য আফ্রিকা। মধ্য আফ্রিকা থেকে নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে মরোক্কো-তে প্রত্যাবর্তন করলেন। ১৩৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে ৭৩ কিংবা ৭৪ বছর বয়সে জীবনের শেষতম ‘মঞ্জিলে’ তিনি পৌঁছে গেলেন। এমন চাঞ্চল্যকর জীবনযাপন সেই কালে ভাবলেও বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়। বতুতা প্রকৃষ্ট অর্থে একজন বহুদর্শী-ভূয়োদর্শী বিদ্বান ব্যক্তি।

আরবি ভাষায় রচিত ‘রিহালা’ গ্রন্থে তুঘলক আমলের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বিষয়ের ওপর অনুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে। তাঁর গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। নিখিল বিশ্বের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের কাছে ইবন বতুতার নাম অমর হয়ে রয়েছে। ইবন বতুতার সমসাময়িক ঐতিহাসিক শাহাবুদ্দিন। দামাসকাসের সন্তান। মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনকালে দীর্ঘকাল শাহাবুদ্দিন এদেশে অবস্থান করেন। বিভিন্ন শাস্ত্র সম্পর্কে আগ্রহ ছিল। ‘মাসালিক-উল-আবসর’ তাঁর রচিত চিত্তাকর্ষক এক ভ্রমণকাহিনি। মুহাম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনকালের এবং তাঁর রাজসভার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় ‘কিতাব’টিতে। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের ব্যক্তি জীবন সম্পর্কেও আভিজাত্য আর সম্ভ্রমও গাম্ভীর্য বজায় রেখে চমকপ্রদ বর্ণনা পেশ করেছেন জনাব শাহাবউদ্দিন। তৎকালীন সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সম্পর্কেও তাঁর উপলব্ধি খোলাখুলি ব্যক্ত করেছেন। তাঁর রচনা থেকে মুহাম্মদ বিন তুঘলক-এর রাজসভার একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য উল্লেখ করা যাক: অতীব উচ্চরুচির মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজসভায় এক হাজার কবি (১০০০), বারো শত গায়ক (১২০০) এবং এক হাজার হাকিম (১০০০) বা চিকিৎসক ছিলেন।

মুঘল আমলের বিদ্বৎসমাজের কাছে আবুল-ফজল ‘আইকন’ হিসেবে বিবেচিত হতেন। তাঁর সম্পর্কে আধুনিক ইউরোপের পণ্ডিতবর্গ (যাঁরা ভারতেতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল) মন্তব্য করে থাকেন যে, তিনি মুঘল ভারতের একজন ‘Great Savant’ যথার্থ মূল্যায়ন।

সীমাহীন জ্ঞানচর্চার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন আবুল ফজল। একটি বাক্যের মধ্যে তাঁর পরিচয়টি তুলে ধরা যাক। তিনি ঐতিহাসিক, কবি, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, সমালোচক সর্বোপরি তিনি একজন পূর্ণ লেখক। ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। ড. ভিনসেন্ট স্মিথ, তাঁকে ফ্রান্সিস বেকন-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। বহুধা বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের বিস্তৃতি ছিল ছড়িয়ে। প্রতিটি আলোচনা, ডিসকোর্স গভীরজ্ঞান আর পরিণত চিন্তার ফল। প্রাচ্যদেশে এমন মনীষীর আবির্ভাব ক্বচিৎ-কদাচিৎ লক্ষ্য করা গেছে। অধ্যাপক ইরফান হাবিব বাদশাহ আকবরের শাসনকালকে যে আধুনিক ভারতের সূত্রপাতের প্রাথমিক কেন্দ্র বা বিন্দু বলে বিবেচনা করেন, তাতে আবুল ফজলের উপস্থিতি আর অবস্থানকেও মনে রাখতে হবে কেননা আবুল ফজলের চিন্তাচর্চার মধ্যে মানুষকে মূল্য এবং মর্যাদা আরোপের প্রসঙ্গ রয়েছে। স্থবির রীতি-নীতিকেও আবুল ফজল সমর্থন করতেন না। উপরন্তু সম্রাট আকবর যে নানান ‘বাহাস’ বা বিতর্ক সভার আয়োজন করতেন তাতে প্রত্যেকটি ধর্মের বোদ্ধাবর্গের মধ্যে ব্যাপক প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগও ছিল। এই বিষয়টি আধুনিকতার লক্ষণ বহন করে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত জ্যাকব বুকহার্ডট ‘মানুষকে আবিষ্কার’ (Discovery of man) করা আর প্রশ্ন উত্থাপন করার বিষয়টিকে আধুনিকতার উপাদানবাহী বলে বিশ্বাস করেন। মহামতি আবুল ফজল এই ধারারই একজন চিন্তক পুরোগামী ইতিহাসবেত্তা ও দার্শনিক। তাঁর লেখার সততা, পাণ্ডিত্যপূর্ণ সৌন্দর্যের অতুলনীয়তা আমাদের আজও বিস্মিত করে। এই উপমহাদেশের মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চ গুণমানসম্পন্ন মাদ্রাসাগুলোতে তাঁর নির্মিত সাহিত্য রাজি আজও এখনও পাঠ্যসূচির অর্থাৎ ‘সিলেবাস’-এর অন্তর্ভুক্ত। সুফিবাদের অনুরাগী, সত্যের প্রতি প্রগাঢ় আর অমলিন বিশ্বাস তাঁর চিন্তাধারাকে শ্রদ্ধা আর সমীহযোগ্য করে তুলেছিল। ব্রিটিশ সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক ব্লকম্যান-এর নিরীক্ষণ হল এই রকম: আবুল ফজলের লেখাই ঘৃণা, অবিশ্বাস, সংশয় আর সামান্য কোনও নোংরামিও দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠেনি।

আবুল ফজলের মহান দুই সাহিত্যসৃষ্টি ‘আকবরনামাহ’, আর ‘আইন-ই-আকবরি’ তে বাদশাহ আকবরের শাসনকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, সমাজ আর দেশ-দশের অবস্থা, আর্থিক আর রাজনৈতিক অবস্থা বা তার ক্রমবিকাশ, ধর্মীয় সহিষ্ণুতার চর্চা, সমীক্ষা-বিচার-বিশ্লেষণ সবিশেষ প্রাধান্য আর গুরুত্ব পেয়েছে। বিদেশি পর্যটকদের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতার মধ্যেও সৌজন্য আর নম্রতার প্রকাশ, শিষ্টাচার লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক ঈশ্বরীপ্রসাদ, আবুল ফজলের সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন এইভাবে- ‘হিজ প্রোজ ইঝ ভিগোরাস, এলিগান্ট য়্যাল্ড ফ্রি ফ্রম সোলেসিজম’। মুঘল জমানার বিশিষ্ট ‘স্টেটসম্যান’ আবদুল্লাহ উজবেগ রসিকতা করে আকসার বলতেন, ‘আমি আকবরের তরবারিকে ভয় ভীতির মধ্যে রাখি না। কিন্তু আবুল ফজলের কলমকে নিয়ে আমার ভয়-ডর দুটোই আছে। বুঝলেন জনাব।’ রাজসভার পণ্ডিতবর্গ উজবেগের রসিকতা বেশ উপভোগ করতেন। এর চেয়ে চমকপ্রদ আর কোনও প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করার অবকাশ রাজনীতিবেত্তা আবদুল্লাহ বেগ রাখেননি। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দের ২২ অগাস্ট, আবুল ফজলের তারিফদার বর্গ তাঁকে ‘আখরি সালাম’ জানাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এমনতর সময়ে আবুল ফজলের মৃদু উচ্চারণ ‘আল-বিদা-দোস্ত’! আকবরের আমলের অতি বিশ্বস্ত এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নিজামউদ্দিন একজন রুচি-মার্জিত আর বিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে সম্মানিত হতেন। তাঁর প্রধানতম বৌদ্ধিক সৃষ্টি হল ‘তবকত-ই-আকবরশাহি’। নিজামউদ্দিন ভারত ইতিহাস চর্চার সময় নির্ধারণ করেছিলেন আফগান শাসক সবুক্তিগিন-এর রাজত্বকাল থেকে আকবরের শাসনকাল পর্যন্ত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে শহর লাহোরে সমাধিস্থ করা হয়।

আবদুল কাদের বদায়নি মুঘল ভারতের একজন বহুমান্য পণ্ডিত, স্কলার। ইতিহাসচর্চার বিষয়টিকে তিনি শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই উপমহাদেশের যথার্থ ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী একজন গবেষক। জ্যোতির্বিদ, সঙ্গীত, ইতিহাস বিষয়ে লক্ষণীয় দক্ষতা তিনি দেখিয়েছিলেন। ‘মুন্তাখাব-উৎ-তোওয়ারিখ’ নামক গ্রন্থখানির জন্যই তিনি অনন্তজীবী হয়ে থাকবেন। বদায়ুনির গবেষণাটি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে গজনীর শাসক, দ্বিতীয় পর্যায়ে দিল্লির ‘স্বাধীন শাসক’, তৃতীয় অংশে পুরুষ সিংহ জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ বাবর’ এবং হুমায়ূন-এর রাজত্বকালের বর্ণনা দিয়েছেন। চতুর্থ অংশে আকবরের রাজত্বকালের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। উপরন্ত সেই সময়ের বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তির জীবনীও তিনি রেখেছিলেন। তিনি সম্রাট আকবরের ব্যক্তিজীবনের দোষগুণ অকপটচিত্তে লিখে রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে মুঘল রাজসভা একজন মহান মনীষী আর প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিক হারিয়েছিল।

মোহাম্মদ কাজিম শাহ ফেরিস্তা হিন্দুস্তানি ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তিনি’ ফেরিস্তা’ নামেই আধুনিক ইতিহাসবিদদের মধ্যে পরিচিত। তিনি বিজাপুর-এর শাসক ইব্রাহিম আদিল শাহর অনুরোধে ইতিহাস রচনা করতে শুরু করেন। তাঁর একখানি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম ‘এব্রাহিমি-নৌসরনামাহ্’। তার ‘তারিখ-ই-হিন্দুস্তান’ ইতিহাস সাহিত্যের সার্থক নিদর্শন। ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ডো মন্তব্য করেছেন, তিনি ধর্ম সম্বন্ধে যেমন পক্ষপাতহীন ছিলেন রাজনৈতিক তোষামোদ অথবা ভয় সম্পর্কেও অনুরূপ ছিলেন।

মুর্শিদাবাদের নিজামত আমলের ঐতিহাসিকবর্গ মুঘল জামানার দুর্যোগকালের ইতিহাস লিখে গেছেন এঁদের মধ্যে ‘রিয়াজুসসালাতিন’ এর লেখক গোলাম হোসেন সলিম বিশিষ্টতার দাবি রাখেন। সলিম ছিলেন মালদহের ডাক-বিভাগীয় কর্মচারী জর্জ উড্‌নি’-র মুনশি। মুনশি থেকে ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। ইতিহাসচর্চায় তাঁর দক্ষতা স্বীকৃতি পেয়েছিল।

এই ‘যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক মহাপণ্ডিত সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতাবায়ি রচিত ‘সিয়ারউল-মুতাখখিরিন’ অর্থাৎ ‘সমসাময়িককালের প্রতি দৃষ্টিপাত’ কে নিঃসন্দেহে অসাধারণ কৃতিত্ব পূর্ণ অর্থাৎ ‘মনুমেন্টাল’ সাহিত্যকর্ম বলা যায়। ফারসি ভাষায় তিনখণ্ডে রচিত এই সুবিশাল গ্রন্থে আছে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজীবের মৃত্যুর পরে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম পর্যন্ত ভারতে রাজত্বকারী সাতজন মোগল সম্রাটের ইতিহাস। সেই সঙ্গে আছে সেই সময়ের বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা এই তিন সুবার ইতিহাস।’

নবাবি আমলের সেই বিস্তারিত ইতিহাসে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে পলাশির যুদ্ধ নামক প্রহসনে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের পরাজয় এবং বাংলার স্বাধীনতাকে সাম্রজ্যবাদী ইংরেজ কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার করুণ কাহিনি। বাংলায় ইংরেজদের প্রাধান্য এবং হতভাগ্য সিরাজউদদৌলাহ আর সুজাউদ-দৌলাহ-র পারিবারিক জীবনের নানা কিসিমের বর্ণময় উপস্থাপনা। এই সুবিখ্যাত আর সুবিশাল গ্রন্থখানি বাংলার ইতিহাসের জন্যই ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ফারসি ভাষায় ১৭৮০-৮১ খ্রিষ্টাব্দে তিনখণ্ডে রচিত হয়েছিল সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন।

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি তথ্যের সংযোজন

‘মূল ফারসি থেকে সেই ইতিহাস (সিয়ার উল মুতাখখিরিন), বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন, ---বহুভাষাবিদ ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া।’ অনুবাদের এই অংশটি তিনটি খণ্ডের সমাহার নয়। জনাব যাকারিয়া শুধুমাত্র বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অংশটুকু বঙ্গানুবাদ করেছেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০৪ (ন’শো চার পৃষ্ঠা)। গ্রন্থটির ফারসি পাঠের ৩০১ (তিনশো এক) পৃষ্ঠা থেকে ৮৪৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শুধুমাত্র জ্ঞানগতভাবে, কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি’তে সযত্নে রক্ষিত আছে। জনাব যাকারিয়া ঢাকা (বাংলাদেশ) থেকে গত শতকের নয়ের দশকের শুরুতে কলকাতায় আসেন এবং মওলানা আজাদ কলেজের ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো ড. আবদুস সোবহান-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রসঙ্গে বলে রাখা জরুরি যে ড. সোবহান এবং জনাব যাকারিয়া ব্যক্তি জীবনে দুই বন্ধুও বটে। জনাব যাকারিয়া অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করেছেন যে ড. আবদুস সোবহানের মদত ব্যাতিরেকে এই মহাগ্রন্থের অনুবাদ সম্ভব হোতনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি পণ্ডিত মর্সিয় রেমন্ড গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন এবং হাজি মোস্তাফা এই নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। অনুবাদিত ইংরেজি গ্রন্থটির মারফত সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাবাতাবায়ি বিশ্বের বিদ্বৎসমাজে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছেন।

১. কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন- *সিয়ারউল মুতাখখিরিন, সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি (তাবাতাবায়ি), মূল ফারসি থেকে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া কর্তৃক অনুদিত সুবিশাল গ্রন্থটি এই অভাজনকে উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন ইসলামি চিন্তাবিদ, আর্তজনসেবী এবং প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক জনাব মহিউদ্দিন সরকার। বস্তুত এক গোছা অতীব মূল্যবান গ্রন্থ তিনি আমাকে অশেষ স্নেহসহকারে প্রদান করেছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মওকা দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন।*

সমাপ্ত

এক মোগল শাহজাদির হজযাত্রার গল্প

ফৈয়াজ আহমেদ

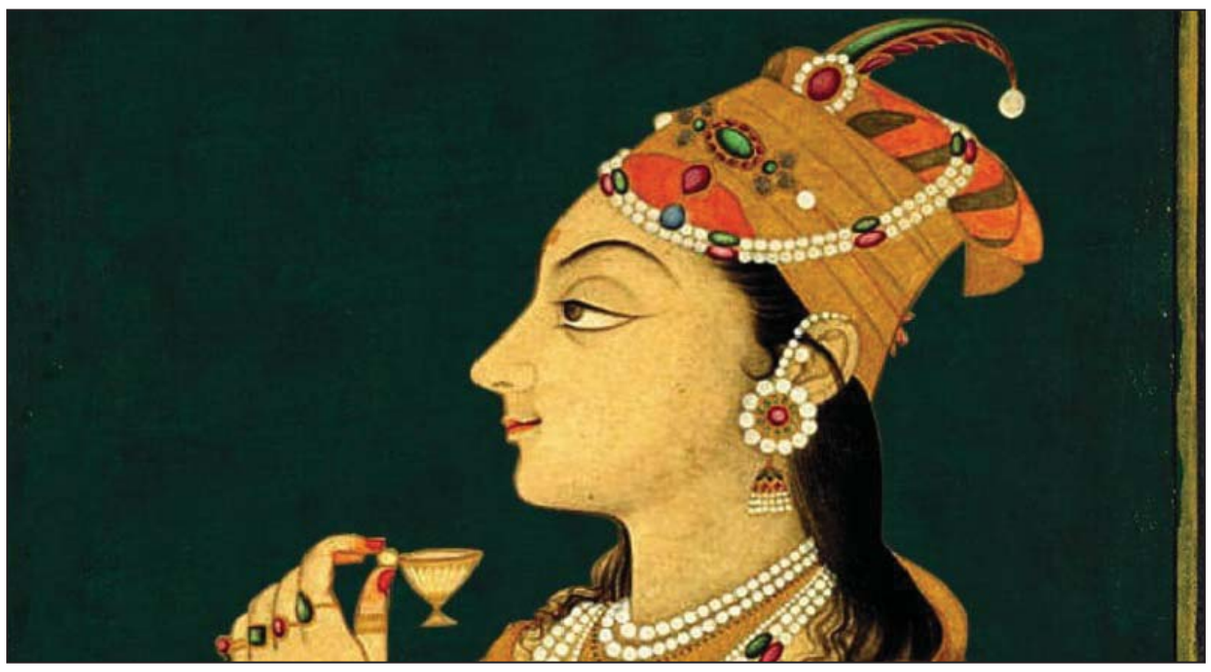

পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনার উদ্দেশে এক দল অভিজাত নারীকে নিয়ে ১৫৭৬ সালের কোনো এক শরতের দিনে নজিরবিহীন সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন একজন মোগল রাজকুমারী।

তিনি ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের মেয়ে গুলবদন বেগম।

সে সময় প্রথমবারের মতো মোগল ভারতের কোনো নারী মক্কায় হজ করতে যান। তখন তার বয়স ছিল ৫৩ বছর।

রাজপরিবারের ১১ জন নারীসহ বেগম ফতেহপুর সিক্রি থেকে তিনি এই যাত্রা শুরু করেন। তাদের এই সফর পূর্ণ করতে সময় লেগেছিল প্রায় ৬ বছর। কিন্তু অসাধারণ এই সফরের বিশদ কোনো বিবরণ সংরক্ষিত নেই।

ঐতিহাসিকদের মতে, খুব সম্ভবত নারী হওয়ার কারণে তাদের ‘শালীনতা’ রক্ষার্থেই সে সময়ের পুরুষ ইতিহাসবিদদের বর্ণনা থেকে তারা বাদ পড়েছেন।

‘বীরত্ব’ এবং ‘উদারতা’র সঙ্গে গুলবদনের মক্কা ও মদিনা সফর এক ধরনের বিদ্রোহ ছিল বলেও মনে করেন ইতিহাসবিদ রুবি লাল।

গুলবদনকে নিয়ে চলতি মাসের শেষ দিকে প্রকাশিত হতে যাওয়া বই ‘ভ্যাগাবন্ড প্রিন্সেস: দ্য গ্রেট এডভেঞ্চারস অব গুলবদন’-এ তেমনটাই লিখেছেন রুবি লাল।

সম্রাট হুমায়ূনের আত্মজীবনী হুমায়ূননামায় গুলবদনের জীবনের কিছু অভিজ্ঞতার বিবরণ থাকায় তাকে মোগল সাম্রাজ্যের প্রথম এবং একমাত্র নারী ইতিহাসবিদ মনে করা হলেও, এতে তার সফর সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ নেই। এমনকি বেশ কয়েক পাতা ছেঁড়া থাকায় তার বইটিও অসম্পূর্ণ।

‘গুলবদন এমন এক সময় লিখছিলেন যখন রাজকীয় কারো লেখার অনুলিপি করা ইতিহাসবিদদের জন্য খুব সাধারণ ঘটনা ছিল। অথচ গুলবদনের বইয়ের একটিও সম্পূর্ণ অনুলিপি নেই,’ বলেন রুবি লাল।

তিনি উসমানীয় ইতিহাস, ফার্সি ও মুঘল পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য বিভিন্ন সূত্র খুঁজে মোগল শাহজাদির সফরের অনেক দুষ্প্রাপ্য বিবরণ সংগ্রহ করেছেন।

রুবি লাল বলেন, ‘এমন শক্তিশালী একজন নারীর অভূতপূর্ব সফর ঘিরে নীরবতা অনেক কিছুই জানান দেয়’।

১৫২৩ সালে কাবুলে সম্রাট বাবরের তৃতীয় স্ত্রী দিলদার বেগমের ঘরে জন্ম নেন গুলবদন। তার নামের অর্থ গোলাপের মতো ত্বক। গুলবদনের জন্মের সময় বাবা সম্রাট বাবর সঙ্গে ছিলেন না। সে সময় ‘হিন্দুস্তান’ নামে পরিচিত ভারতীয় উপমহাদেশ জয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি।

বাবা বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতেন বলে কম সময়ের জন্য তার সঙ্গ পেতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন শাহজাদি গুলবদন। আর এই বিচ্ছিন্নতা তার বাবাসহ, সৎ ভাই হুমায়ূন এবং পরবর্তীতে তার ভাতিজা আকবরের মতো পরিবারের প্রায় সব শক্তিশালী পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ককে প্রভাবিত করে।

দূর-দূরান্তের ভূমিতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য যখন পরিবারের পুরুষরা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তখন গুলবদন সম্রাটের মা, খালা, বোন, স্ত্রী ও তাদের মেয়েদের মতো রাজপরিবারের শক্তিশালী নারীদের সঙ্গে বেড়ে ওঠেন।

বিশ্বস্ত উপদেষ্টা হিসেবে সম্রাট ও শাহজাদাদের রাজকার্য পরিচালনায় রাজদরবারে এই নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

শৈশবেও ছোট্ট শাহজাদিকে সফর করতে হয়েছে। তার বাবার আগ্রা দখলের পর কোনো মোগল মেয়ে হিসেবে মাত্র ৬ বছর বয়সে তিনি কাবুল থেকে আগ্রা সফর করেন।

আফগান রাজা শের শাহ সুরি তার পরিবারকে হিন্দুস্তান থেকে বিতাড়িত করার পর বিবাহিত গুলবদন তার শৈশবের দেশ কাবুলে ফিরে যান।

কয়েক মাস ধরে চলা সেসব সফরে গুলবদন এবং অন্যান্য অভিজাত নারীরা তাঁবুতে থাকতেন এবং পালকিতে ও ঘোড়ায় চড়ে নির্জন পাহাড়ি অঞ্চল পাড়ি দিতেন।

এসময় সাহসিকতার সঙ্গে তাদের শত্রু, চোর এবং অন্যান্য সব বাঁধার মোকাবিলা করতে হতো।

‘মোগল নারীরা ভ্রাম্যমাণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। কারণ পুরুষরা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় আর সফরে তাদের সঙ্গে থাকায় মোগল নারীদের অনবরত ভ্রমণ করতে হতো’, বলেন রুবি লাল।

তিনি বলেন, এভাবে ভ্রমণের কারণেই সম্ভবত ১৫ শ’ শতকের শেষের দিকে মোগল শাহজাদি তার ভাতিজা আকবরের কাছে হজে যাওয়ার অনুমতি চান।

লাল বইটিতে লিখেছেন, মোগল রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল আকবরের। আর হিন্দুস্তানে সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ‘নিজেকে একজন বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব ও অদম্য আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব হিসেবে উপস্থাপন করতে শুরু করেন’ তিনি।

মোগল শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম সমস্ত মোগল নারীদের প্রাচীর ঘেরা হারেমে পর্দা করার আদেশ দেন।

লাল লিখেছেন, ‘রাজকীয় হারেমে কেবল আকবরের প্রবেশাধিকার এবং সেখানে থাকা নারীদের স্পর্শের বাইরে রেখে আকবর তাদের মহিমান্বিত করেছিলেন, যেটাকে তিনি ধর্মের ছায়াতলে থাকার হিসেবেই মনে করতেন’।

কিন্তু এই পরিস্থিতি গুলবদনকে অস্থির করে তুলেছিল। আর তাই ১৫৭৬ সালের অক্টোবরে তিনি এবং অন্যান্য রাজকীয় নারীরা মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই সফর তার মানত ছিল বলে আকবরকে জানান তিনি।

আকবর তার নির্মিত প্রথম ২টি গ্র্যান্ড মোগল জাহাজ- সালিমি এবং ইলাহি- তাদের সফরের জন্য বরাদ্দ করেন। রাজকীয় এই দল তাদের সঙ্গে স্বর্ণখচিত বাক্সে দানের জন্য রৌপ্য এবং স্বর্ণের টুকরোসহ হাজার হাজার নগদ অর্থ নিয়ে যান। এছাড়াও অভিজাতদের মধ্যে বিতরণের জন্য সঙ্গে নেন বিশেষভাবে তৈরি ১২ হাজার পোশাক।

লাল তার বইতে লিখেছেন, ‘সেই যাত্রা দেখার জন্য সাধারণ নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক, শিশুরা লাল বেলে পাথরে তৈরি মোগল রাজধানী ফতেপুর সিক্রির রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল’।

তবে সফরটি শুরু থেকেই ছিল বিপদসঙ্কুল। সে সময় মুসলিম জাহাজ পোড়ানো ও লুণ্ঠনের জন্য কুখ্যাত পর্তুগিজদের নিয়ন্ত্রণে ছিল মক্কার সমুদ্রপথ। অন্যদিকে যাত্রীদের আক্রমণকারী উগ্র গোষ্ঠীর কারণে পারস্যের মধ্য দিয়ে যাওয়া স্থলপথটিও ছিল সমান ঝুঁকির।

পর্তুগিজদের কাছ থেকে নিরাপদ প্রস্থানের অনুমোদন পাওয়ার আগে প্রায় এক বছর সুরাট বন্দরে আটকে ছিলেন গুলবদন ও তার সঙ্গীরা।

আরব সাগর পেরিয়ে জেদ্দায় পৌঁছানোর জন্য তারা ৪ সপ্তাহ যাত্রা করেন। আর মক্কায় পৌঁছাতে তাদের কয়েকদিন উত্তপ্ত মরুভূমির বালির ওপর উটের পিঠে ভ্রমণ করতে হয়।

কিন্তু গুলবদনের যাত্রার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ধাপটি আসে তার মক্কা পরিদর্শনের পর। কারণ তিনি ও তার দল পরবর্তী ৪ বছর আরবে থাকার সিদ্ধান্ত নেন।

লাল তার বইতে লিখেছেন, ‘হারেম ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে যেমন তারা একমত হয়েছিল, একইভাবে মরুভূমিতে ভবঘুরে হওয়ার সিদ্ধান্তেও তাদের কেউ দ্বিমত করেনি’।

এদিকে ভিক্ষা দিয়ে, কয়েন এবং অন্যান্য জিনিস দান করে গুলবদন এবং তার সঙ্গীরা শহরটির আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসেন।

এদিকে মুঘল শাহজাদির দানশীলতা ক্ষমতাসীন অটোমান সুলতান মুরাদকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। কারণ তিনি এই কাজগুলোকে আকবরের রাজনৈতিক শক্তি জাহিরের মাধ্যম হিসেবে দেখছিলেন।

আর তাই গুলবদন ও বাকি মোগল নারীদের আরব থেকে উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়ে সুলতান তার লোকদের কাছে ৩টি ফরমান পাঠান।

প্রতিবারই গুলবদন আরব ছাড়তে অসম্মতি জানান।

এতে সুলতান বিচলিত হয়ে মোগল নারীদের বিরুদ্ধে ‘না-মেশরু’ শব্দের প্রয়োগ করেন। অটোমান তুর্কি ভাষায় নিন্দাসূচক এই শব্দের অর্থ ‘বাজে কাজ’।

শব্দটি এতটাই গুরুতর বলে বিবেচিত হয়েছিল যে আকবর এতে অসন্তুষ্ট হন।

এই ফরমানের পরই ১৫৮০ সালে গুলবদন এবং তার দল আরব ত্যাগ করে এবং তাদের কাফেলা ১৫৮২ সালে ফতেহপুর সিক্রি থেকে ৬০ কিলোমিটার (৩৭ মাইল) পশ্চিমে খানওয়া পৌঁছে।

তার ফেরার পর গুলবদনকে একজন ‘নবাব’ (শাসক) হিসেবে সমাদৃত করা হয়। এমনকি আকবরের ইচ্ছায় তার আমলের একমাত্র নারী ইতিহাস লেখক হিসেবে আমন্ত্রিত হন গুলবদন।

কিন্তু গুলবদনের মক্কা সফর নিয়ে আকবরনামার একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও, আরবে তার সময় এবং সুলতান মুরাদের নিন্দার বিষয়ে সেই বই বা অন্য কোথাও কোনো উল্লেখ নেই।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস এবং আমরা

সজল মজুমদার

‘পরিবেশ’ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আমাদের চারপাশের মাটি,জল,বায়ু,বৃক্ষ, অরণ্য, পাহাড়,সমুদ্র,নদী, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু এগুলো নিয়েই বৃহত্তর প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিত্তি রচিত হয়েছে। পরিবেশকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের প্রসঙ্গত, ভূ অভ্যন্তরীণ তিনটি স্তরের মধ্যে একেবারে ওপরের স্তরে রয়েছে শিলা মন্ডল। শিলামন্ডলের ওপরের অংশকে বলা হয় ভূত্বক। ভূত্বকের ওপরের অংশে রয়েছে মৃত্তিকা। যার ওপরে আমরা বাস করছি। অর্থাৎ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ভূমি একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। পৃথিবীতে তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থলের হিসেবে সামগ্রিক স্থলভূমির পরিমাণ ১৩.২ বিলিয়ন হেক্টর। শুধুমাত্র চাষ যোগ্য এবং বসবাসযোগ্য জমি ছাড়াও পতিত জমি,জলাভূমি, অনুর্বর জমি, এগুলো সবই ভূমি সম্পদের অন্তর্গত। অন্যদিকে পৃথিবীর প্রায় ৪১ শতাংশ ভূমি ও শুষ্ক ভূমির মধ্যে পড়ে। মূলত যখন কোন ভূমি উর্বরতা, আদ্রতা উৎপাদনশীলতা, কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে তখন তাকে সেই ভূমির মরুকরণ বা Desertification বলে। পাশাপাশি পৃথিবীর ২৮ শতাংশ অংশ জুড়ে রয়েছে অরণ্য অঞ্চল। কিন্তু বর্তমানে মানুষ নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ বজায় রাখতে গিয়ে যে হারে বনভূমি ধ্বংস করছে,তার ফলে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন দ্রুত ঘটছে, বিশ্ব উষ্ণায়ন ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী, বৃষ্টিপাত ক্রমাগত নিম্নমুখী। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক জলচক্র ব্যাহত হচ্ছে।যার ফল স্বরূপ খরা প্রবন এলাকার পরিমাণ পৃথিবীতে বেড়েই চলেছে।

পরিবেশগত বিপদ হিসেবে ‘ খরা ‘ ইতিমধ্যেই চিহ্নিত। দীর্ঘকালীন খরার অভিঘাত বা প্রভাব মারাত্মক, যা আমরা এখনকার সময়ে ইতিমধ্যেই অনুভব করতে পারছি। উল্লেখ্য, দেশের সমস্ত রাজ্যের ৬৭-৭০ টি জেলা খরা ও বন্যা দ্বারা প্রভাবিত। অর্থাৎ এক কথায় পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন বিষয়গুলো একে অপরের সাথে অঙ্গীভাবে জড়িত। উপরিউক্ত ভাবনাগুলোর অবতারণা এই কারনেই যে, এবছর UNEP আয়োজিত বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল থিম হল, ‘ Land Restoration, Desertification and Drought Resilience ‘ অর্থাৎ ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুকরণ এবং খরা প্রবণতা প্রতিরোধ। তৎসহ এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের হোস্টিং দেশ হলো মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (UNO) বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দশক কর্মসূচির মধ্যে (২০২১-২০৩০) অন্যতম একটি এজেন্ডা হল ভূমি পুনরুদ্ধার অর্থাৎ ভূমির অবনমন ও ভূমিক্ষয়ের বিষয়গুলো এর মধ্যে অন্তর্গত। এছাড়াও জল সংরক্ষণ,সহণ শীল ভাবে খাদ্য উৎপাদন, এবং পরিবেশের সামগ্রিক সমতা বজায় রেখে নগরায়ন এবারের পরিবেশ দিবসের উক্ত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু মোদ্দা কথা হলো, প্রতিবছর পরিবেশ দিবস ঘটা করে উদযাপন করবার আগে বা পরে দিনটির গুরুত্ব কতটা দীর্ঘ সময় ধরে আমরা মনে রাখছি বা কার্যকরী করতে পারছি। পরিবেশ নিয়ে ব্যক্তিগত এবং সংস্থা ভিত্তিক কাজকর্ম বিশ্বজুড়ে চলছে। যার কিছুটা প্রচার সর্বস্ব, কিছুটা প্রকৃত অর্থেই হয়ে চলেছে। মেকী পরিবেশ রক্ষামূলক কার্যকলাপ এবং প্রকৃত পরিবেশ রক্ষামূলক কার্যকলাপ ও চিন্তাভাবনা এগুলোর বাইরে গিয়ে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে পুরো বিশ্বের মানুষকে সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে হলে, প্রতিবছর পরিবেশ দিবসের থিমগুলোকে ঐ বছরেই পূর্ণ সময়ের লক্ষ্য হিসেবে কাজে লাগাতে ও ফলপ্রসূ করতে পারলে পরিবেশ দিবসের সার্থকতা পাবেই পাবে। পরিবেশ নিয়ে আমরা কতটা “সংবেদনশীল” হতে পেরেছি বা ইচ্ছাকৃতভাবে হইনি তার ওপরেই আগামী দিনে পরিবেশ দিবসের সাফল্যতা কিন্তু নির্ভর করছে।

রূপা এখন একা

আহমদ রাজু

তিন

পুঁইয়ের ডাটা থেকে পাতাগুলো ছাড়িয়ে তিতলি গামলার ওপর এমনভাবে রেখেছে দেখে মনে হয় বারোয় পাড়ার কোন গৃহবধূ পরম মমতায় পান সাজিয়ে রেখেছে ডালায়। সে বটি পেতে বসে ডাটা থেকে আঁশ ছড়াতে ছড়াতে ভাবে, আজ যদি মা বেঁচে থাকতো তাহলে হয়তো আমার আর ছোটভাইয়ের কপালটা এমন হতো না। নিশ্চয়ই আমাদের সংসারটা সুখের হতো। মনের চাওয়া পাওয়ার হিসাব কষতে কষতে অজান্তে চোখে পানি চলে আসে তার।

‘তিতলি, কিরে তোর চোখে পানি? নিশ্চয়ই তোর ভাবী বকেছে।’ তিতলির বড় ভাই নাসির উদ্দিন তিতলিকে উদ্দেশ্য করে বলল কথাটি।

‘না ভাইয়া, চোখে কি যেন একটা পড়েছে। কিছুতেই বেরুতে চাচ্ছে না।’ ওড়না দিয়ে চোখ মোছে সে। এই বড় ভাই বিয়ের আগে খুব সহজ সরল ছিল। আজও তেমন আছে, শুধু বউয়ের জন্য কিছু বলতে বা করতে পারে না। যেমন পোষা কুকুর তার মনিবের গোলাম হয়ে থাকে ঠিক তেমনি তিতলির বড় ভাইয়ের অবস্থা। বউ যদি বলে হ্যাঁ তবে হ্যাঁ। যদি বলে না তবে না। সে না অন্য কেউ হ্যাঁতে রূপান্তরিত করতে পারবে না। বিয়ের প্রথম প্রথম ভালই কাটছিল দিন। বাবার অসুখের সময় অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। শ্বশুর টাকা দিয়ে অলিখিতভাবে তার জামাইকে মেয়ের জন্যে কিনে নেয়। বাবা মারা যাবার পর থেকে সে এমন হয়ে গেলো। টাকার জন্যে বউয়ের সমস্ত অন্যায় কাজের প্রতিবাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। গলা থেকে টাই খুলতে খুলতে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে নাসির উদ্দিন।

‘তুমি কখন এলে?’

‘এইতো এইমাত্র। তুমি কী তিতলিকে কিছু বলেছো?’

‘কেন? তিতলি কী তোমার কাছে নালিশ করেছে?’

‘নালিশ জানাবে! এ সাহস কি আর তার আছে?’

‘তাহলে তুমি জানলে কী করে যে, আমি ওকে বকেছি?’

‘ওর চোখে পানি দেখে অনুমান করলাম।’

পিঠের ওপর ঝুলন্ত শাড়ীর আঁচল মাজায় পেঁচিয়ে সূচনা বেগম গলা ছেড়ে বলে ওঠে, ‘ও, এখন বড় ভাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে কান্না হচ্ছে। বলি আমাকে যখন ঝগড়াটে বলে গালি দিয়েছিলি তখনতো অগ্নিমূর্তি হয়ে গিয়েছিলি। এখন আবার চোখে বান এলো কোন জায়গা থেকে?’

ভাবীর গলা শুনে রায়হান নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বলল, ‘ওকে বকাবকি করো না ভাবী। মা মরা মেয়ে, কত সহ্য করতে পারে।’

‘হ্যাঁ, আমিতো ওকে আগুনে পোড়াই; ভালবাসি না।’

‘আমি কি সেকথা বলেছি কখনও? ভাল হোক মন্দ হোক ওর তো এখন তোমাদের কাছেই থাকতে হবে। আমিতো আর বড়জোর ছয় সাত ঘন্টা এখানে আছি।’

‘কেন, তুই কোথায় যাচ্ছিস রায়হান?’ প্রশ্ন নাসির উদ্দিনের।

‘আমি এ বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি ভাইয়া। তবে চিরদিনের জন্য নয়। ভাগ্যকে ফিরিয়ে তবেই আসবো।’

‘বলিস কী! এমন আজেবাজে চিন্তা মন থেকে মুছে ফেল।’ ছোট ভাইয়ের হঠাৎ এমন সিদ্ধান্তে হতবাক হয়ে যায় নাসির উদ্দিন।

‘না ভাইয়া, আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটাই হবে।’

‘তুই কি পাগল হয়ে গেলি?’

‘না ভাইয়া পাগল হইনি; তবে এভাবে আর কিছুদিন বেকার থাকলে মনে হয় পাগলই হয়ে যাবো।’

‘তুই বেকার তাতে কি হয়েছে? আমিতো আছি নাকি। আর বেকার থাকাটা কী তোর দোষ?’

‘আমি জানি ভাইয়া, তুমি আমাদের কতটা ভালবাস। তাইবলে আমার নিজেরও বিবেক বলে একটা কথা আছে। তাই বলছি, তুমি অনুমতি দাও ভাইয়া, আমি যেন আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি।’

‘আর একটু ভেবে দেখ; এত তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিতে যাস না।’

‘আমার সিদ্ধান্ত ফাইনাল। তোমাদের কাছে আমার শেষ অনুরোধ, আমার এই প্রাণপ্রিয় ছোট্ট বোনটাকে দেখে রেখো। পৃথিবীতে আমরা ছাড়া আর ওর কে আছে বলো?’

‘রায়হান ভাই আমার, তুই আর এমন করে বলিস না। তুই এখানে থাক, তিতলিতো আমারও বোন। আমরা দুই ভাই মিলে ওকে রাণীর সিংহাসনে বসিয়ে রাখবো।’

‘না ভাইয়া তা হয় না। আমি যখন যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছি তখন আমাকে বাঁধা দিওনা। শুধু একটা অনুরোধ, তিতলিকে কখনো তোমরা কষ্ট দিওনা।’

ছোট ভাইয়ের সিদ্ধান্তে নড়চড় হবেনা বুঝতে পেরে নাসির উদ্দিন বলল, ‘কোথায় যাবি কিছু কী ঠিক করেছিস?’

‘জানি না ভাইয়া। পুরুষ মানুষ, একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে পারবো।’

চলবে...

ছড়া-ছড়ি

শিক্ষার মান

শীলা সোম

সকলের তরে শিক্ষা, তবু অশিক্ষায়
রয়েছে যে কতজন, বোঝা বড় দায়!
সর্বশিক্ষার ডাক ফেলেছে আজ সাড়া
কেউ আর থাকছে না বিদ্যালয় ছাড়া।
পৌঁছেছে সেই ডাক সকলেরই কানে
বই ব্যাগ নিয়ে ছোটে বিদ্যালয় পানে।
বাবা মা’র স্বপ্ন, তারাই করবে পূরণ
লেখাপড়া শিখে হবে মনের মতন।
চুলেতে চিরুনী নেই, জামাতে বোতাম
বিদ্যালয় পানে ছোটে রোহিত; সুদাম।
পেটেতে ক্ষিদের জ্বালা, পড়ায় নেই মন,
মা গেছে বাবুর বাড়ী, আসবে যে কখন!
দিয়ে যাবে খাবার টিফিন বাক্স পুরে
বাইরেতে চোখ তাই দৃষ্টি বহু দূরে।
খাতা নেই, পেনসিল ও গেছে হারিয়ে
ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাই রয় শুধু চেয়ে।
ধরে বেঁধে বেশী নয় বর্ণ পরিচয়
সংখ্যা গণনা, এ.বি.সি.ডি. তাও বেশী নয়।
বাড়ীতে বই এর পাতা বড়ই নীরস
একবার ও বলে না কেউ, পড়তে বস।
মদ খেয়ে কার ও বাবা করে মাতলামো
পড়া ফেলে ছুটে আসে এ কেমন ব্যামো
বুঝতে হয় না দেরী বোঝে তাড়াতাড়ি
অনায়াসে টপকায় শৈশবের সিঁড়ি।
মিড-ডে-মিল চালু হয় তাদেরই তরে
বিদ্যালয়ে এসে তাদের পেট যাতে ভরে।
ছুট হয় না আর, এই নতুন ধারায়
প্রাথমিকের গণ্ডী পার এভাবেই হয়।
পাশ, ফেল উঠে গেছে নেই তাই ভয়
মাধ্যমিক দেয় কেউ, কিছুটা এগোয়।
জুটে যায় কোনো কাজ মিলের শ্রমিক
সংসারের হাল ধরে, চাহিদা অধিক।
মেয়েদের অবস্থা যে বড়ই করুণ
লেখাপড়া শিখলে পরে বাড়বে না গুণ।
বিয়ে তো দিতেই হবে যাবে শ্বশুরবাড়ী
ঘরের কাজ শেখাটাই বড় দরকারি।
তবুও তাদের মধ্যে গোবরে পদ্মফুল
লেখাপড়া শিখে ছেলেদের সমতুল।
কখন ও যায় শোনা হকারের মেয়ে
মাধ্যমিকে স্টার ! পাঁচটা লেটার পেয়ে।
সবজি বিক্রী করে, মেয়ে পড়ছে যে ডাক্তারী
বদলেছে যুগ, তার হাওয়া অতি ভারী।
বস্তিরই ছেলে সে, পেয়েছে সেরা সম্মান
বেড়ে চলে এমন ভাবে শিক্ষার মান।।

লালু কেন পাগলা গারদে

সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়

এদেশের মানুষের একটা জঘন্য প্রবণতা পাগল এবং কমজোরদের কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাওয়া। গভীরভাবে বিচার করলে এটা খুন, চুরি, ডাকাতির চেয়ে কম অপরাধ নয়। কখনও এর পরিণতি হয় মারাত্মক। এখানে একজন নিরীহ মানসিক অসুস্থ মানুষের ঘটনা দেখব। পাগলা গারদকে অনেকসময় “উন্মাদ আশ্রম”, মানসিক সেবা কেন্দ্র” ইত্যাদি নানা সুন্দর নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু বাস্তবে সেটা তো গারদই। কারাগারে বন্দি রাখা হয় আসামী বা অপরাধীদের আর পাগলা গারদে বন্দি থাকে পাগল বা মানসিক অসুস্থরা। অনেকে ভাবেন যে, যে’সব পাগল সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক,মানুষকে আক্রমণ করে,সমাজের অন্য মানুষদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের পাগলা গারদে বন্দি রাখা হয়। ধারণাটা কি ঠিক? লালুর করুণ কাহিনী সেটাই দেখায়।

৪০ বছরের ‘লালু’ কিছুটা মানসিক অসুস্থ। সে তার ৩৬ বছর বয়সী ভাই শিবে’-র সংসারে থাকে। লালু ও শিবের বাবা-মা নেই।বাড়িতে আর থাকে শিবের ৩০ বছরের স্ত্রী এবং ৬ বছরের ছেলে। লালু আদৌ বিপজ্জনক নয়। সে বাড়িতেই থাকে আর মাঝে মাঝে বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কারুর ক্ষতিও করেনা,কাউকে আক্রমণও করেনা। তবু লালু যখন রাস্তা দিয়ে যায়,বেশ কিছু মানুষ অকারণ তাকে বিরক্ত করে,রাগায়। কখনও তার কানের পাশে কুকুরের ডাক ছাড়ে, কখনও বলে ওঠে, “ এই পাগলা”, “ এ’ হনুমান” ইত্যাদি। ছোট ভাই শিবের চোখে পড়লে এসবের প্রতিবাদ করে এবং যারা এ’রকম করে তাদের তিরস্কার করে। ভাইয়ের এই ভুমিকায় লালুর ওপর অত্যাচার এক প্রকার বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এই সুস্থ পরিবেশ লালুর কপালে বেশিদিন সইল না। সড়ক দুর্ঘটনায় আচমকা শিবে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। লালুকে কষ্ট দিয়ে যারা মজা পেত, তারা যেন হাতে স্বর্গ পেল।

৪৫ বছরের যুবক “শ্যাম” কোর্টে চাকরি করে। ব্রাজিল,আর্জেন্টিনার ফুটবলার আর ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের নাম তার মুখে,মুখে। এলাকার রক্তদান শিবিরের সে একজন একনিষ্ঠ কর্মী। একটি সংগ্রামী শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে সে যুক্ত। সংগঠনের মিছিল, সভা এবং সমাবেশে তার মুখে আওয়াজ ওঠে, “ অত্যাচার বন্ধ কর”,অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠো” ইত্যাদি। এদেশের মানুষের বিচারের মাপকাঠিতে সে একজন আদর্শ, সচেতন ও সুস্থ মানসিকতার চরিত্র। লালু সেদিন আপন মনে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। পেছন দিক থেকে চলন্ত সাইকেলে যাওয়া শ্যাম একই দিকে হেঁটে চলা লালুর মাথায় এক চড় মেরে চলে গেল। লালু সেদিন যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিল। আমাদের দেশের মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ নেতা, মন্ত্রী এবং ঘুষখোর কর্মচারী,আমলাদের সমালোচনা করে কিন্তু সামনে দেখা এই জাতীয় চরম অপরাধের কোনও প্রতিবাদ তো করেই না পরন্তু অনেকে এটাকে উপভোগ করে। কেউ প্রতিবাদ না করায় শ্যাম,লালুর সঙ্গে এই জঘন্য আচরণ প্রায়ই করত। ক্রমশই লালুর সহ্যশক্তির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল।

সেদিনও লালু আপন মনে হেঁটে যাচ্ছিল। পিছন থেকে চলন্ত সাইকেলে আসা শ্যাম লালুর কানটা মলে দিয়ে , “ এই শিম্পাঞ্জি”, বলে চলে যাচ্ছিল। লালু আর সহ্য করতে পারল না। রাস্তা থেকে একটা ইটের টুকরো তুলে শ্যামকে ছুঁড়ে মারল। দুর্ভাগ্যবশত ইটের টুকরোটা গিয়ে লাগল এক বছর পঞ্চাশের মহিলার গায়ে। উনি চিৎকার করে উঠলেন।অনেকে ওদিকে ছুটে এলো। ওই মহিলা সমেত সবাই বলতে লাগল,” এইসব বিপদজ্জনক পাগলকে বাড়ির লোক কেন ছেড়ে রাখে? এরা আরও পাঁচজনকে এইভাবে, এমনকি আরও বেশি মেরে তো ঘায়েল করে দেবে”। কয়েকজন বয়স্ক,শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন ব্যক্তি মত দিলেন, “ একে এক্ষণী পাগলা গারদে পুরে দেওয়া হোক”। সবাই লালুকে ভালোমত কয়েক ঘা দিয়ে আটকে রেখে পুলিশে জানালো। কিন্তু কি পরিস্থিতিতে লালু এই কাজ করেছে, সেটা কেউ বিচার করল না। পুলিশ লালুকে ধরে নিয়ে গেল।আইনের পথেই লালুকে পাগলা গারদে বন্দি করা হল। আইন,আদালত,পাগলা গারদ ইত্যাদির অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে,তাঁরা জানেন যে, একজনকে পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দিলে তাকে বের করা অত সহজ নয়। হয়ত, সারা জীবনই তার গারদে বন্দি হয়ে কেটে যেতে পারে,যদি খোলা দুনিয়ায় তার হয়ে লড়বার মত কেউ না থাকে।লালুর তো সে’রকম কেউ ছিল না। তাই,নিজের মত ঘুরে বেড়ানো নিষ্পাপ লালুর মুক্ত জীবন এখন থেকে রুদ্ধ হয়ে গেল। এদেশে লালুর কাহিনী কোনও বিক্ষিপ্ত ব্যাপার নয়,পাগলা গারদে বন্দিদের অনেকের জীবনে হয়ত এই জাতীয় করুণ কাহিনী রয়েছে । কিন্তু যে’সব মানুষদের আচরণে এদের মুক্ত জীবন গারদে বদ্ধ হয়ে যায়,তারা কি অপরাধী না সমাজবিরোধী? বরং ঠিক এর উল্টো। অতএব ভাববার সময় এসেছে যে,কিভাবে এর থেকে বেরিয়ে আসা যায় ?

বাবা

ফারজানা

যে মানুষটা শরীরের রোগ শরীরে রাখছে পুষে,
তার শরীরের ক্ষত কে আর খেয়াল করে দেখে?
সবাইকে সুস্থ রাখাই তার দায়িত্বে থাকে।
যে মানুষটা ভুলে গেছে ছিল কত শখ,
তার এখন শখগুলো অপ্রয়োজনীয় অকাজ।
যে মানুষটা কোনদিনও বলল না নিজের কথা,
তার আজ মনের মাঝে গভীর ক্ষতের রেখা।
পুরুষ মানুষ হলেও সে শক্ত নয়তো ,
যতটা তাকে ভেবে আমরা চলছি অবিরত।
তারও হয়তো কান্না আসে,দুঃখ জাগে মনে।
তারও হয়তো একা লাগে গভীর রাত্রি হলে,
তারও হয়তো হিসাব মিলে না জীবনের পাতা জুড়ে।
তারও কত কথা অব্যক্ত রয়ে গেল জীবন ভরে,
তারও মন একান্তে আপন কাউকে খুঁজে।
সেই দয়াবান মানুষটি আর কেউ নয়,
বাবা যার সাথে আজন্মকালের সম্পর্ক রয়।

দায়-দায়িত্ব

মহসীন মল্লিক

এদেশে আমার জন্ম সবুজাভ কুঠিরের কোণে
বাড়িটায় চাঁদ যেন মিটিমিটি হাসে সকলের মনে।
পুরো পরিবারে আমি তখন সন্তান যে একজনা
হাসিখুশি হিল্লোল উৎসবে মেতেছে উন্মাদনা।

ধীরে ধীরে সকলের স্নেহ মেখে হয়েছি বড়ো
আমায় অনুসরণে শিশুরাও হতে থাকে দড়ো।
বাবা মার স্বপ্ন পূরণে ধীরে ধীরে শিক্ষক হয়ে
গড়েছি হাজার ছেলে-মেয়ে মানুষ করে শুধি দায়।

ছড়া-ছড়ি

মুখ

মোঃ ইসরাইল সেখ

মিথ্যা কথা বলে বলে
সত্য নাহি মুখে।
মিথ্যা কথা বলে আমি
আছি পরম সুখে।।
ভুলেগেছি মানবতা
ভুলেগেছি দুখ।
ভুলেগেছি ভালোবাসা
ভুলে সবার সুখ।।
ভুলেগেছি পরিজনের
হয়ে আমার টাকা।
সেই টাকা নিয়ে মদীয়
ধরায় বেঁচে থাকা।।
আমানতের খিয়ানত যে
মিথ্যা কথা বলে।
এমনি করে আমার ভাই
মজায় সংসার চলে।।
পরোকালের ধারধারিনা
মুখ বাঁজিয়ে চলি।
বিরোধীতা করলে পারে
খেলব রক্ত হোলি।।

বই

সারিউল ইসলাম

পৃথিবীতে সব চুরি হয়,
খুঁজি জিনিস কই?
যেটা কখনো হয়না চুরি, সেটার নাম বই।
বইয়ের পাতা পড়লে তবে
জ্ঞান বাড়বে তাই,
ওসব জিনিস ছেড়ে সবে
চুরি করবো আই।
বই পড়লে শিক্ষা হবে,
জাগবে দেশের প্রজা;
নিজের হক বুঝে নেবে,
গদি হারাবে রাজা।
মূর্খ প্রজা খাচ্ছে খাজা,
পড়ছে না সে বই!
নেশার জন্য আছে গাঁজা,
করছে না দেখে সই।
শিখতে হবে জানতে হবে,
পড়তে হবে বই;
জ্ঞানচক্ষু খুলবে তবে,
প্রশ্ন হবে কই!?
এসো বন্ধু তুমি-আমি
বই পড়বো বসে,
সম্পর্ক হবে দামী
থাকবো মিলেমিশে।

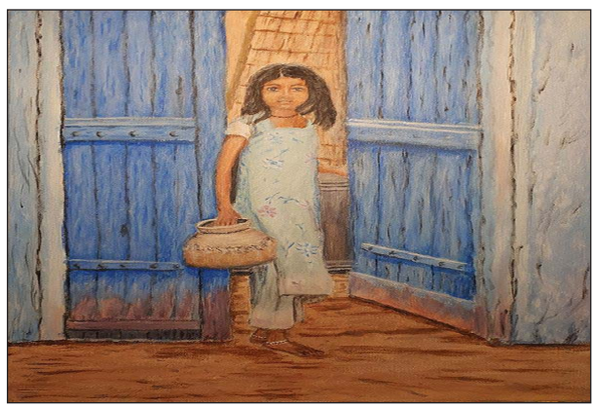

খুকির হাসি

কোমল দাস

ছোট্ট খুকি আজ ক’টা দিন দাদুর ঘরেই থাকে
হয় না যে বের কখনও সে কেউ যদিও ডাকে,
আর যদি সে বেরোয় কভু হাসে না ভুল করে
খুকির কালো মুখটা দেখে মা’র শুধু মন পোড়ে।

এটা দেখে খুকির কাছে বললো খুকির কাকা
সকল সময় কেন তোমার দাদুর ঘরে থাকা?
বললো খুকি দাঁত পড়েছে দেখলেই লোক হাসে
এসব হাসি দেখে মনে ভীষণ কষ্ট আসে।

শুনেই কাকা হেসে বলেন বাম হাতে মুখ ঢেকে
বললে একী! দাদু কভু হাসেন না এ দেখে?
বললো খুকি হাসলেও সে দেয় না কষ্ট ধরা
কারণ হলো দাদুর দাঁতও আমার মতই পরা।

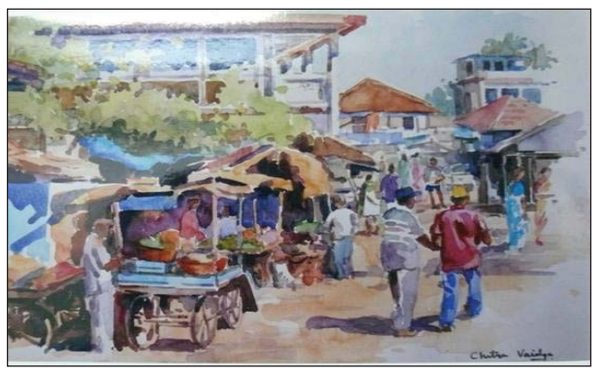

পরিবর্তন

মোফাক হোসেন

দিনের পোশাক পরিবর্তনে,
এই গ্রহের শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল বাতাস বয়ে আনে
অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র।
আর প্রতিটি জীব উপভোগ করে এক অনন্য দৃশ্য।
একটি বেলা চাঁদের হাটে চলে আলোর বেচা কিনা।
যা বায়ুমন্ডল কে প্রতিটি মুহূর্ত পীড়া দেয়।আর ফোসকা পরা ক্ষত থেকে
খসে পড়া সুতো,
দিয়ে এলিয়েন সেলাই করে ছেঁড়া পৃথিবী!

ফাইনালে হেরে কাঁদলেন রোনাল্ডো, চ্যাম্পিয়ন আল হিলাল

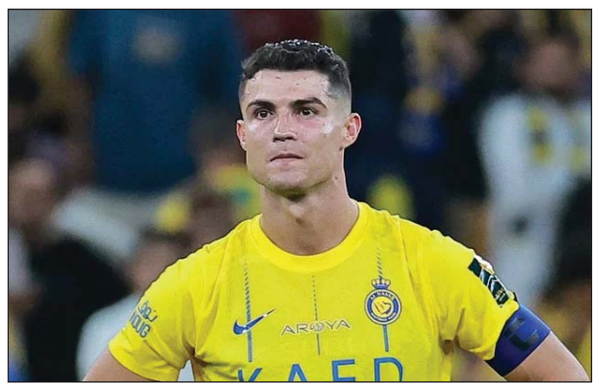

আপনজন ডেস্ক: আল হিলালের বাধা যেন টপকাতেই পারছে না ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর আল নাসর। সৌদি প্রো লিগে আল হিলালের কাছেই হাতছাড়া হয়েছে শিরোপা। এবার কিংস কাপ ফাইনালেও একই প্রতিপক্ষের কাছে হেরে শিরোপাবঞ্চিত হলো আল নাসর। উত্তাপ ছড়ানো ফাইনালে নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত সময়েও ১-১ গোলে সমতায় ছিল ম্যাচ। টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে বাজিমাত করে আল হিলাল। তবে ফাইনালে জয়-হার ছাপিয়ে গেছে রোনাল্ডোর কান্নায়। ম্যাচ শেষে দলের হারের পর মাঠেই কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় পর্তুগিজ মহাতারকাকে। এ মৌসুমে গোলের পর গোল করেও যে দলকে কোনো শিরোপা জেতাতে পারেননি। এখন পর্যন্ত ২০২৩ সালে জেতা আরব কাপ চ্যাম্পিয়নস কাপে ট্রফিটাই তাঁর একমাত্র শিরোপা হয়ে আছে।
সৌদি ফুটবলের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াইয়ে শুরু থেকেই ছড়িয়েছে উত্তাপ। প্রথম থেকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভালো কিছুর ইঙ্গিত দেয় আল নাসর। তবে ৭ মিনিটের মাথায় আল হিলাল তারকা আলেক্সান্দার মিত্রোভিচ গোল করে বসলে ধাক্কা খায় রোনাল্ডোর দল। সমতায় ফিরতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যায় আল নাসর।
বিরতির আগে রোনাল্ডোকে নিরাশ করেন আল হিলাল গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে আল নাসর। তবে দলটির জন্য পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় ম্যাচের ৫৬ মিনিটে। লাল কার্ড দেখে গোলকিপার ডেভিড ওসপিনা মাঠ ছাড়লে ১০ জনের দলে পরিণত হয় আল নাসর। ১০ জনের দল নিয়ে আল নাসর চেষ্টা করছিল লড়াই চালিয়ে যাওয়ার। একপর্যায়ে যখন মনে হচ্ছিল ম্যাচ থেকে বোধহয় আল নাসর ছিটকেই পড়ছে, তখনই দেখা মিলেছে চমকের। ৮৭ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় আল হিলালের আলি আলবুলাইহিকে।
খেলোয়াড়সংখ্যায় সমতায় ফেরার এক মিনিট পর গোলেও সমতায় ফেরে আল নাসর। দলটির হয়ে গোল করেন আয়মান ইয়াহিয়ার। ৯০ মিনিটে কালিদু কুলিবালিও লাল কার্ড দেখায় অতিরিক্ত সময়ের ৩০ মিনিট ৯ জন নিয়েই খেলতে হয় আল হিলালকে। তবে সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেননি রোনাল্ডোরা। ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। যেখানে শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করে আল হিলাল।
এ ম্যাচে ১২০ মিনিট মাঠে থেকেও ম্যাচে কোনো বড় পার্থক্য তৈরি করতে পারেননি রোনাল্ডো। ফাইনালে হারের পর গোপন করতে পারেননি নিজের হতাশাও। মাঠ ছেড়েছেন কাঁদতে কাঁদতে। আর রোনাল্ডোর কান্নার বিপরীতে আল হিলালের শিরোপা-উৎসবে যোগ দিয়ে আনন্দে মেতেছেন নেইমার। শিরোপা-উৎসবের একাধিক ছবি পোস্ট করে নেইমার লিখেছেন, 'অবিশ্বাস্য বছরের জন্য দলকে অভিনন্দন। আজ আবারও তোমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছ। এ বছরের শিরোপার জন্য ধন্যবাদ।'

চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে ইতিহাসের যে চূড়ায় ওঠার অপেক্ষায় মদরিচ-ক্রুসরা

আপনজন ডেস্ক: ১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৬৫-৬৬-এই ১০ মৌসুমে ছয়বার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছিলেন পাকো হেন্তো। ২০২২ সালে অন্যলোকে পাড়ি জমানো এ কিংবদন্তি তাঁর রেকর্ডটিকে অক্ষতই দেখে গেছেন। তবে হেন্তোর এ রেকর্ডটি ৫৮ বছর পর আজ রাতে ভেঙে যেতে পারে। একজন নয়, তাঁর রেকর্ডে ভাগ বসানোর সুযোগ আছে চারজন ফুটবলারের। তবে পরলোকে বসে একটি দিক থেকে স্বস্তি বোধ করতে পারেন হেন্তো। রেকর্ডটিতে ভাগ বসানোর জন্য আজ যাঁরা অপেক্ষায় আছেন, তাঁরা প্রত্যেকে তাঁর প্রিয় ক্লাবেরই উত্তরসূরি। প্রায় ছয় দশক আগে হেন্তো রেকর্ডটি গড়েছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। আর আজ রিয়ালের হয়েই ছয়বার চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার সুযোগ লুকা মদরিচ, টনি ক্রুস, নাচো এবং দানি কারভাহালের সামনে। তাঁদের মধ্যে মদরিচ এবং কারভাহাল আবার অন্য এক উচ্চতার অপেক্ষায় আছেন। তাঁরা দুজন এরই মধ্যে পাঁচটি করে ফাইনালে খেলে জিতেছেন। অন্যদিকে ক্রুস পাঁচটি চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা দলের সদস্য হলেও তিনি মূলত খেলেছেন চারটি ফাইনালে। ২০১২-১৩ মৌসুমের ফাইনালে চোটের কারণে বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে খেলা হয়নি তাঁর। রিয়াল অধিনায়ক নাচোর নামের পাশেও আছে পাঁচটি চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা। যদিও তিনি ফাইনাল খেলেছেন মাত্র একটি। ২০১৮ সালের ফাইনালে বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন তিনি। আজ রাতে ফাইনাল জিতে হেন্তোর রেকর্ড স্পর্শ করা নিয়ে কথা বলেছেন মদরিচ, 'এটা কল্পনা করা কঠিন ছিল যে এ মুহূর্তটা আমাদের সামনে আসবে। কিন্তু আমরা এখন মুহূর্তটিতে এসে পৌঁছেছি। খুবই আনন্দিত এবং মুহূর্তটি উপভোগ করছি। আশা করি, আমরা আরেক ধাপ এগিয়ে যেতে পারব এবং ছয়টি ইউরোপিয়ান কাপ জিততে পারাটা বড় কিছুই হবে।' একই বিষয়ে কথা বলেছেন নাচোও। ছয়টি চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা দলে থাকতে পারাটা দারুণ কিছু হবে জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'কয়েক বছর আগেও এটা কল্পনা করা কঠিন ছিল। কিন্তু এখন আমরা মাত্র এক ধাপ পেছনে। ছয়টি চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা খেলোয়াড়দের ছোট দলটিতে থাকতে পারা রোমাঞ্চকর কিছুই হবে। সেটা আমার জন্য দারুণ ব্যাপার হবে।'

বাংলাদেশের বিপক্ষে টসে জিতে ব্যাটিংয়ে কোহলিবিহীন ভারত

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল লড়াইয়ের আগে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ দলের দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা ছিল। কিন্তু ডালাসের বাজে আবহাওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচটি মাঠে গড়ায়নি। বাকি ছিল ভারতের ম্যাচ। আজ নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে ভারত-বাংলাদেশের সেই ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি পর্ব।
প্রস্তুতি ম্যাচে আজ টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। বিরাট কোহলি ছাড়া প্রস্তুতি ম্যাচটিতে ভারতীয় দলের অন্যরা খেলবেন। গা গরমের উপলক্ষ হলেও দুই দলের জন্য ম্যাচটির আলাদা গুরুত্ব আছে। ভারত তাদের গ্রুপপর্বের চারটি ম্যাচই খেলবে নিউইয়র্কের এই নাসাউ কাউন্টি মাঠে। বাংলাদেশেরও একটি ম্যাচ এই মাঠে, ১০ জুন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।
দুই দলই তাই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিতে নিতে চায়। এ মাঠে বসেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা ড্রপ ইন উইকেট। নিউইয়র্কের জল-হাওয়ায় অস্ট্রেলীয় উইকেট কেমন আচরণ করে, তা দেখতে চাইবে দুই দলই।

বাংলাদেশের গ্রুপে অঘটন ঘটাতে পারে নেপাল-নেদারল্যান্ডস, বললেন গিলক্রিস্ট

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপের বাঁশি বাজল বলে! বাংলাদেশ সময় আগামীকাল সকালে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। খেলা শুরু হওয়ার পর দলগুলোর মাঠের পারফরম্যান্স নিয়েই কথা হবে বেশি। আপাতত চলছে অনুমান করার পালা-কে সেরা খেলোয়াড় হতে পারেন, চ্যাম্পিয়ন হতে পারে কোন দল বা কোন দলগুলো ঘটাতে পারে অঘটন আর সেই অঘটনের শিকার হতে পারে কারা! আগের দিন রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ইউটিউব চ্যানেলে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার রবিন উথাপ্পা যেমন বলেছিলেন, আয়ারল্যান্ড পাকিস্তানকে হারিয়ে অঘটনের জন্ম দেবে। এবার আরও অঘটনের ভবিষ্যদ্বাণী করলেন কিংবদন্তি অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। সাবেক এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের ধারণা, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে অঘটনের জন্ম দিতে পারে নেপাল, নেদারল্যান্ডস।
নেপাল ও নেদারল্যান্ডস 'ডি' গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে। এই গ্রুপ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এসইএন রেডিওকে গিলক্রিস্টকে বলেছেন, 'আমি মনে করি, নেপালের কিছু একটা করে ফেলার সামর্থ্য আছে।' নেপালের সামর্থ্য নিয়ে গিলক্রিস্ট এরপর বলেছেন, 'তাদের দুজন তরুণ খেলোয়াড় আছে, যারা কয়েক বছর ধরে বড় লিগগুলোতে খেলছে।' তবে নেপালের জন্য বড় ধাক্কা হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা না পাওয়ায় এবারের বিশ্বকাপে সন্দীপ লামিচানের খেলতে না পারা। অস্ট্রেলিয়ায় ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে অঘটনের জন্ম দেওয়া নেদারল্যান্ডসকে নিয়ে গিলক্রিস্টের কথাগুলো এ রকম, 'ডাচদের দেখে সব সময়ই মনে হয়, তারা কোনো অঘটন ঘটাবে। তারা দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে একই গ্রুপে পড়েছে। সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অ্যাডিলেডে তারা দক্ষিণ আফ্রিকাকে হতাশ করেছিল। তাই এবারও ডাচরা এমন কিছু করতেই পারে।'
যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে বাংলাদেশের ২-১ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হারার বিষয়টি উল্লেখ করে গিলক্রিস্ট বলেছেন, 'টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এই দেশগুলোর অঘটন ঘটানোর সুযোগ আছে... বাংলাদেশের বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের সিরিজের ফলই দেখুন, যুক্তরাষ্ট্র কিছু অঘটন ঘটিয়েছে। তারা (যুক্তরাষ্ট্র) তাদের কয়েকবার হারিয়েছে।'

চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালের আগে ১১ টন নকল জার্সির চালান বাজেয়াপ্ত

আপনজন ডেস্ক: আজ রাতে ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল, যেখানে জার্মান ক্লাব বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে খেলবে স্পেনের রিয়াল মাদ্রিদ। দুই সপ্তাহ পর জার্মানিতে শুরু হবে ইউরোপীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ আসর ইউরো, যেখানে স্পেনও খেলবে। সাধারণত এ ধরনের সময়েই দর্শক-সমর্থকদের মধ্যে ক্লাব ও জাতীয় দলের জার্সির কেনার হিড়িক পড়ে। আর বাড়তি এ চাহিদা কাজে লাগাতে বাজারে বাড়ে আসল ও নকল পণ্যের ভিড়। স্পেনের পুলিশ জানিয়েছে, ইউরো এবং চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল সামনে রেখে দেশটিতে বিপুলসংখ্যক নকল জার্সি ঢুকেছে। ১১ টন ওজনের এসব নকল জার্সির চালান পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে।
পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়, ১৫টি ভারী লরি থেকে বিশাল পরিমাণ এই নকল জার্সির চালান জব্দ করা হয়। এর পাশাপাশি আরও কিছু নকল পণ্য জব্দ করা হয়। নকল ইলেকট্রনিকস এবং চামড়াজাত পণ্যের পাশাপাশি এবং দামি ঘড়ির আদলে বানানো নকল ঘড়িও জব্দ করা হয়। এসব পণ্যের মোট আনুমানিক বাজারমূল্য ৬০ লাখ ইউরোর বেশি। চীন থেকে পাঠানো স্পেনের বিভিন্ন ফুটবল ক্লাবের নকল জার্সি জব্দের পর গত এপ্রিলে এ নিয়ে তদন্তে নামে স্পেনের পুলিশ। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল এবং ইউরো সামনে রেখে স্পেনে নকল জার্সির অনেক বড় চালান আসবে। এরপরই পুলিশ ২০ এজেন্টকে সঙ্গে নিয়ে স্টিং অপারেশন শুরু করে। অভিযানে স্পেনসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের ক্লাবের মোট ৩৬ হাজার ৫০০ নকল জার্সি জব্দ করে পুলিশ। জার্সিগুলোর পেছনে তারকা ফুটবলারদের নাম ও নম্বর লেখা। স্পেনের বিভিন্ন ফুটবলারের পাশাপাশি পর্তুগালের ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো এবং ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপ্পের নকল জার্সিও আছে জব্দ করা এই চালানে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, চালানের এই নকল জার্সিগুলো স্পেনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, যারা সে সব রাস্তায় এবং অনলাইনে বিক্রির পরিকল্পনা করেছিলেন। পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়, 'এই জাল পণ্যগুলো স্পেনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার কথা ছিল। রাস্তায় বসানো দোকান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং ওয়েবসাইটে এগুলো বিক্রির পরিকল্পনা করা হয়েছিল।'

কীভাবে ইয়র্কার শিখেছেন, জানালেন বুমরা

আপনজন ডেস্ক: পিঠের চোট মাঝে বড্ড ভুগিয়েছে যশপ্রীত বুমরাকে। নিউজিল্যান্ড সফল অস্ত্রোপচারের পর দীর্ঘদিন পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৩ সালের আগস্টের মাঝামাঝি সময়-বুমরা সব মিলিয়ে মাঠের বাইরে ছিলেন প্রায় ১১ মাস। চোটের কারণেই ভারতের পেস বোলিং বিভাগের প্রধান এই অস্ত্র ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে পারেননি। তবে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে মাঠে ফেরার পর বুমরাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে এখন পর্যন্ত তিন সংস্করণ মিলিয়ে ২৫ ম্যাচে ৬৩ উইকেট নিয়েছেন। এ বছর এখনো কোনো আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি না খেললেও সদ্য সমাপ্ত আইপিএলে ২০ উইকেট নিয়ে হয়েছিলেন তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। কমপক্ষে ১০ ওভার বোলিং করেছেন-এমন বোলারদের মধ্যে তাঁর ইকোনমি রেট ছিল সবচেয়ে কম (৬.৪৮)। সেরা ছন্দে থাকা বুমরাকে নিয়ে তাই ভারতও এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বড় কিছুর স্বপ্ন দেখছে।
চোট থেকে সেরে উঠেই শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটে সেরা ছন্দে ফেরা যে কারও জন্য কঠিন। তবে বুমরা সেই কঠিন কাজটিই সহজ করেছেন সাধারণ দর্শনের দিকে মনোনিবেশ করে, যা তাঁর প্রত্যাবর্তনের পথও মসৃণ করেছে। বাংলাদেশের বিপক্ষে আজ বিশ্বকাপের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচের আগে সে কথাই জানিয়েছেন বুমরা। আইসিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ৩০ বছর বয়সী তারকা ফাস্ট বোলার বলেছেন, 'যেহেতু আমাকে চোটের ধাক্কা কাটিয়ে আসতে হয়েছে, তাই যতটা সম্ভব খেলাটিকে উপভোগ করার দিকে মনোযোগ দিয়েছি। কিছু জিনিস আমার পক্ষে যাবে, কিছু জিনিস পক্ষে যাবে না। ম্যাচ ঘিরে মনে এমন নানা ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। আমি সেটা বাদ দিয়ে প্রক্রিয়া ঠিক রাখার চেষ্টা করেছি।'
বুমরা আরও বলেছেন, 'জানতাম, এসব জিনিস আমার ফেরার প্রক্রিয়ারই একটা অংশ হবে। এটা বুঝতে পেরেই খেলতে নেমেছি। কারণ, আমি খেলাটাকে ভালোবাসি। ম্যাচ ফল কী হবে, তা ভাবিনি। এটাই নিজের ওপর থেকে চাপ কমিয়ে দিয়েছে এবং খেলা উপভোগ করতে সাহায্য করেছে। যে জিনিসগুলো আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, সে দিকে মনোযোগ দেওয়ার দরকার নেই।'
নিখুঁত ইয়র্কারের ক্ষেত্রে বুমরার জুড়ি মেলা ভার। ইয়র্কার দিয়েই বেশির ভাগ সাফল্য পেয়েছেন। কীভাবে উইকেটশিকারি হয়ে উঠলেন, আইসিসিকে তা জানাতে গিয়ে শৈশবে ফিরে গেছেন বুমরা, 'বাড়ন্ত বয়সে আমি টেনিস বল ও রাবার বল দিয়ে অনেক খেলেছি, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়ে বন্ধুদের সঙ্গে খেলে খেলে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। তখন আমার মনে হতো উইকেট শিকারের এটাই (ইয়র্কার) একমাত্র উপায়। আমি ফাস্ট বোলিংয়ের বড় ভক্তও ছিলাম। টেলিভিশনে ফাস্ট বোলারদের (ইয়র্কার) দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। আমিও সে রকম কিছু করার চেষ্টা করতাম। টেনিস বল বা রাবার বলই আমার ইয়র্কার শেখার রহস্য কি না, জানি না। কিন্তু প্রতিনিয়ত অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার কারণেই আমি ইয়র্কার ভালোভাবে রপ্ত করতে পেরেছি।'
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৭৪ উইকেট নিয়ে বর্তমানে এই সংস্করণে ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি বুমরা। তাঁর ওপরে আছেন লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল (৯৬ উইকেট) ও অভিজ্ঞ পেসার ভুবনেশ্বর কুমার (৯০ উইকেট)। ভুবনেশ্বর দেড় বছর হলো ভারতীয় দলে উপেক্ষিত। আরেক অভিজ্ঞ পেসার ও সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি মোহাম্মদ শামিও চোটের কারণে নেই এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। দলের অন্য দুই পেসার মোহাম্মদ সিরাজ ও অর্শদীপ সিং অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ হওয়ায় বুমরার ওপর বাড়তি দায়িত্ব বর্তাবে। সিরাজ ও অর্শদীপের উদ্দেশ্যে বুমরার বার্তা, 'নিশ্চয় আমি ওদের অতিরিক্ত কিছু শেখানোর চেষ্টা করব না। এটা এমন কিছু, যা আমি শিখেছি। তবে আমাকে ওদের প্রয়োজন হলে সহায়তা করব। এমন নয় যে ওরা শুধু ভাগ্যবান, তাই এখানে (টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে) আসতে পেরেছে। আমি এখন পর্যন্ত যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, সেগুলো ওদের সঙ্গে ভাগাভাগি করব। তবে ওদের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব না। উপায় ও সমাধান নিজেদেরই খুঁজে বের করতে হবে। এটা এই যাত্রারই অংশ।'

ইসরায়েলকে 'লাল কার্ড' দেখিয়ে গোল পোস্টে তালা লাগাল নিজেরা

আপনজন ডেস্ক: মেয়েদের ২০২৫ ইউরো বাছাইপর্বে গতকাল রাতে গ্লাসগোর হ্যাম্পডেন পার্কে স্বাগতিক স্কটল্যান্ডের মুখোমুখি হয় ইসরায়েল। এই ম্যাচে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের প্রতিবাদ জানিয়েছেন প্রতিবাদকারীরা। যে কারণে ম্যাচটি নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে শুরু হয়।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, হ্যাম্পডেন পার্কের বাইরেও প্রতিবাদকারীরা জমায়েত হয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কর্মসূচি পালন করেন। বিবিসি জানিয়েছে, ম্যাচ শুরুর আগে স্টেডিয়ামের প্রধান ফটকের সামনে ছোট ছোট কফিন ও ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে প্রায় ৪০০ সমর্থক জমায়েত হন।
বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) জানিয়েছে, এক প্রতিবাদকারী নিরাপত্তাবলয় ভেদ করে মাঠে ঢুকে প্রতিবাদ জানানোয় ম্যাচ দেরিতে শুরু হয়। কালো রঙের পোশাক পরা সেই প্রতিবাদকারী গোলপোস্টের সঙ্গে নিজেকে তালা মেরে আটকে রেখেছিলেন। সাধারণত সাইকেলে এসব মোটা তালা ব্যবহার করা হয়। প্রতিবাদকারীর টি-শার্টে একটি বার্তা লেখা ছিল, 'ইসরায়েলকে লাল কার্ড'। বিবিসি জানিয়েছে, এই প্রতিবাদকারী মাঠে ঢোকার আগে 'হাই-ভিস ভেস্ট' পরে ছিলেন, যে কারণে অনেকে তাঁকে মাঠের স্টুয়ার্ড ভেবে ভুল করেন।

কুরবানীর ব্যবস্থা

আলহামদুলিল্লাহ গত উনিশ থেকে মাদ্রাসায় কুরবানীর খিদমত-এর ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এ বছরেও কুরবানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সমস্ত ভাইয়েরা অসুবিধার কারণে কুরবানী করিতে পারবেন না, তাহারা আমাদের মাদ্রাসায় কুরবানী করিতে পারবেন।
১) একভাগ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা, পুরো ১৪,০০০/-
২) একভাগ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা
পুরো কুরবানী ২১,০০০/- (একুশ হাজার) টাকা।

কুরবানীর পরে কুরবানীর মাংস গরিব মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয় ও মাদ্রাসার ছাত্রদের দেওয়া হয়।

টাকা পাঠাতে হবে নিম্নোক্ত ব্যাক অ্যাকাউন্টে

DARUL ULOOM TAJWEDUL QURAN
SBI AC No. 31095623661, IFSC: SBIN0001451

সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব ও হাজী ইউসুফ মোল্লা
সম্পাদক: মাওলানা ইমাম হোসেন মাযাহেরী, হাজী আব্দুল্লাহ সাহেব।
ফোন নং- 9830401057

দারুল উলুম তাজবিদুল কুরআন
পোস্ট- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-১৪৯

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**